

৫০২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

২. 'ঘাস → হরিণ → বাঘ' - এই খাদ্যের উৎপাদক কে?
 (ক) ঘাস (খ) হরিণ
 (গ) বাঘ (ঘ) সূর্য
৩. মা-বাবাকে তাদের কাজে সহযোগিতা করলে কী উপকার হয়?
 (ক) বাবা-মা খুশি হয়
 (খ) বন্ধুদের কাছে সম্মান কমে যায়
 (গ) টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা যায়
 (ঘ) শরীর ও মন ভালো থাকে

৪. তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় হিমালয়ের বরফ গলে গেলে বাংলাদেশে কীসের ঝুঁকি বাড়বে বলে ভুঁমি মনে করো?
 (ক) বন্যার (খ) খরার
 (গ) ভূমিকম্পের (ঘ) শৈত্যপ্রবাহের
৫. একটি শিশু পার্কে সি-স্যা'তে খেলছে। সি-স্যা' কোন সরল যন্ত্রের নীতির উপর কাজ করে?
 (ক) লিভার (খ) কপিকল
 (গ) হেলানো তল (ঘ) চাকা ও অক্ষ

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১। ১. (ক) হিজল ও করচ; ২. (গ) বিকিরণ; ৩. (খ) সরল যন্ত্র; ৪. (গ) নিরাপদ পানির; ৫. (খ) ওয়েবক্যাম। সেট ২। ১. (ক) চিকিৎসায়; ২. (খ) জলীয় পরিবেশ; ৩. (ক) যে গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে; ৪. (খ) পর্বত; ৫. (খ) পরিবহণ। সেট ৩। ১. (ক) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; ২. (গ) প্রবর রোদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা; ৩. (ক) খাদ্যের পচন রোধ করার জন্য; ৪. (খ) রাস্তা দিয়ে ইঁটা; ৫. (খ) বৃষ্টি পেয়েছে। সেট ৪। ১. (ক) ব্যায়াম; ২. (খ) বয়সসম্বন্ধীয়; ৩. (খ) মিশ্রণ; ৪. (ক) প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন হওয়া; ৫. (খ) খরা। সেট ৫। ১. (ক) ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন; ২. (ক) ঘাস; ৩. (খ) শরীর ও মন ভালো থাকে; ৪. (ক) বন্যার; ৫. (ক) লিভার।

প্রশ্নের
ধরন

শূন্যস্থান পূরণ/ সত্য-মিথ্যা নির্ণয়/ মিলকরণ

(৫টি প্রশ্ন থাকবে; সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)

১×৫ = ৫

শূন্যস্থান পূরণ

প্রথম অধ্যায় জীবের আবাসস্থল

১. উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য জীব নিয়ে — গঠিত।
 ২. যেখানে কোনো জীব — বসবাস করতে পারে সেটাই জীবের আবাসস্থল। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ৮৮ নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
 ৩. মাটি বা ভূমির পরিবেশ হলো — আবাসস্থল।
 ৪. স্নাতস্নাতে, ভেজা ও ঠাণ্ডা স্থানে জন্মে — ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ।
 ৫. কোনো কোনো উদ্ভিদ বড়ো উদ্ভিদের গায়ে — নিয়ে বেঁচে থাকে।
 ৬. প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর উদ্ভিদ জন্মে — সৃষ্টি হয়।
 ৭. শালবন ও সুন্দরবন হলো — আবাসস্থল।
 ৮. ব্যাঙ — প্রাণী।
 ৯. দেশে হাতির আবাসস্থল হলো চট্টগ্রাম ও —।
 ১০. রয়েল বেঙ্গল টাইগার — বাস করে।
 ১১. — ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য বেশি।
 ১২. মরুভূমি হলো — আবাসস্থলের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঞ্চল।
 ১৩. উচ্চ তাপমাত্রা, কম বৃষ্টিপাত — আবাসস্থলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
 ১৪. মরুজ উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে খেজুর, ফণীমনসাসহ বিভিন্ন ধরনের —।
 ১৫. — অঞ্চল বরফ দিয়ে আবৃত থাকে।
 ১৬. আর্কটিক উইলো, লাইকেন — অঞ্চলে জন্মে।
 ১৭. সারা বছর পানি থাকে এমন আবাসস্থলগুলোই — আবাসস্থল।
 ১৮. নদী, পুকুর, খাল হলো — পানির জলজ পরিবেশ।
 ১৯. সমুদ্রের পানি —।
 ২০. ল্যামিনারিয়া, সারগাসাম হলো —।
 ২১. সামুদ্রিক পরিবেশে প্রধান উদ্ভিদ হলো বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক —।

২২. — লোনা পানির প্রধান মাছ হলো রূপচাঁদা, লইট্যা, ইলিশ।
 ২৩. কিছু নিচু এলাকা বছরের বেশির ভাগ সময় — থাকে, এদের জলাভূমি বলে।
 ২৪. রাতারগুল হলো স্বাদু পানির —।
 ২৫. — হলো নোনা পানির জলাভূমি।
 ২৬. নির্দিষ্ট পরিবেশের সাথে জীবের ঝাপ ঝাইয়ে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াকে — বলে।
 ২৭. কচুরিপানার মধ্যে যে ফাঁপা অংশ থাকে তাকে — বলে। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ সদর)
 ২৮. কচুরিপানাকে ভাসতে সাহায্য করে —।
 ২৯. পানিতে সহজে সাঁতার কাটার জন্য হাঁসের পা — হয়।
 ৩০. আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধির জন্য জীব — ঘটে।
 ৩১. স্থলজ আবাসস্থলের মধ্যে প্রধান হলো — পরিবেশ।
 ৩২. শীতকালে উদ্ভিদের পাতা দিয়ে পানি স্বাভাবিকের চেয়ে — বের হয়।
 ৩৩. পানিশূন্যতা রোধ করতে কোনো কোনো উদ্ভিদ শীতকালে — ঝরিয়ে ফেলে। (প্রয়োগ)
 ৩৪. বনজ পরিবেশের প্রাণীদের শ্বাসকার্য চালানোর জন্য — ফুসফুস থাকে।
 ৩৫. বায়ুথলি পাখিকে — সাহায্য করে।
 ৩৬. শিকারি পাখি ঈগলের শিকার ধরার জন্য তীক্ষ্ণ — রয়েছে।
 ৩৭. গিরগিটি ও প্রজাপতি শত্রুর চোখ এড়ানোর জন্য পরিবেশের — ধারণ করতে পারে।
 ৩৮. মরুজ উদ্ভিদগুলো — মত হয়।
 ৩৯. — জমা রাখার জন্য মরুজ উদ্ভিদের পাতা মোটা, চ্যান্টা ও রসালো হয়।
 ৪০. ক্যাকটাস, খেজুর আত্মরক্ষার জন্য পাতা — রূপান্তর করে। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: শেরপুর সদর)
 ৪১. উট — পরিবেশে বাস করে।
 ৪২. — থেকে বাঁচার জন্য মরুভূমির প্রাণীরা মাটির নিচে গর্ত করে বাস করে।

৪৩. তীব্র ঠান্ডা থেকে দেহকে উষ্ণ রাখতে মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের চামড়ার নিচে — পুরু স্তর থাকে।
৪৪. স্থলজ পরিবেশের — বরফে ঢাকা থাকে।
(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: চাঁদপুর সদর)
৪৫. মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের অধিকাংশই — লোমযুক্ত হওয়ায় সহজে বরফের সাথে মিশে থাকতে পারে।
৪৬. জলজ উদ্ভিদের মূল — হয়।
৪৭. মাছ — দিয়ে পানিতে থাকা অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়।
৪৮. জলজ পরিবেশের সবচেয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল হলো — পরিবেশ।
৪৯. সামুদ্রিক মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ফুসফুস দীর্ঘ সময় ধরে — জমা রাখে।
৫০. সামুদ্রিক প্রাণীরা আত্মরক্ষার জন্য আলো, রং ও — তরল ব্যবহার করে।
৫১. জলময় অবস্থায় শ্বাসকার্য চালানোর জন্য উদ্ভিদের — বের হয়।
৫২. সুন্দরবনের মাটি — ও ভেজা।
৫৩. শ্বাসমূলে অনেক — থাকে, যার মাধ্যমে গাছ বায়ু থেকে অক্সিজেন শোষণ করতে পারে।

উত্তর ১. জীবজগৎ; ২. সূচ্ছন্দে; ৩. স্থলজ; ৪. মস; ৫. অশ্রয়; ৬. বনের; ৭. বনজ; ৮. উভচর; ৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম; ১০. সুন্দরবনে; ১১. তৃণভূমিতে; ১২. স্থলজ; ১৩. মরুজ; ১৪. ক্যাকটাস; ১৫. মেরু; ১৬. মেরু; ১৭. জলজ; ১৮. স্বাদু; ১৯. লবণাক্ত; ২০. সামুদ্রিক শৈবাল; ২১. শৈবাল; ২২. সমুদ্রের; ২৩. জলময়; ২৪. জলাভূমি; ২৫. সুন্দরবন; ২৬. অভিযোজন; ২৭. বায়ুকুঠুরি; ২৮. বায়ুকুঠুরি; ২৯. পর্দাবিশিষ্ট; ৩০. অভিযোজন; ৩১. বনজ; ৩২. বেশি; ৩৩. পাতা; ৩৪. শক্তিশালী; ৩৫. উড়তে; ৩৬. দৃষ্টিশক্তি; ৩৭. বর্ণ; ৩৮. ঝোপঝাড়ের; ৩৯. পানি; ৪০. কাঁটায়; ৪১. মরুজ; ৪২. সূর্যতাপ; ৪৩. চর্বি; ৪৪. মেরু অঞ্চল; ৪৫. সাদা; ৪৬. সংক্ষিপ্ত; ৪৭. ফুলকা; ৪৮. সামুদ্রিক; ৪৯. বাতাস; ৫০. বিহীন; ৫১. শ্বাসমূল; ৫২. লবণাক্ত; ৫৩. ছিদ্র।

দ্বিতীয় অধ্যায় জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

১. জড়বস্তু ও জীব নিয়ে আমাদের —।
২. বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি জীব কোনো না কোনোভাবে — বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।
৩. আমাদের শ্বাসকার্য চালানোর জন্য — প্রয়োজন।
৪. — ছাড়া আমাদের জীবন অচল।
৫. আসবাবপত্র, পোশাক তৈরিতে — বস্তু ব্যবহৃত হয়।
৬. মাটি এবং পানি অনেক জীবের —।
৭. প্রাণীর — দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়।
৮. উদ্ভিদ খাদ্য তৈরিতে — গ্যাস ব্যবহার করে।
৯. মাটিতে থাকা পুষ্টি উপাদান — মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়।
১০. সবুজ উদ্ভিদের দেহে — পানি থাকে।
১১. শাপলা, কচুরিপানার আবাসস্থল হলো —।
১২. উদ্ভিদ ও প্রাণী কেউই — নয়।
১৩. পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অন্যের —।
১৪. প্রাণী শ্বাসক্রিয়ায় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, উদ্ভিদ তা — প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে।

১৫. উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন — প্রাণী শ্বাসগ্রহণের সময় ব্যবহার করে।
১৬. মৌমাছি ও প্রজাপতি ফুলে ফুলে ঘুরে উদ্ভিদের — ঘটায়।
১৭. এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলে স্থানান্তর হওয়াকে — বলে।
১৮. — না হলে অধিকাংশ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি সম্ভব হবে না।
১৯. পাখির মাধ্যমে ফলের বীজ ছড়িয়ে পড়াকে — বিস্তরণ বলে।
২০. উদ্ভিদের বীজের বিস্তরণে সাহায্য করে —।
২১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে — ভারসাম্য বজায় থাকে।
২২. মানুষ ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির জন্য উদ্ভিদের — ব্যবহার করে।
২৩. সার তৈরিতে প্রাণীর — গুঁড়ো ব্যবহৃত হয়।
২৪. ব্যাগ, জুতা প্রাণীর — থেকে তৈরি হয়।
২৫. বনায়নের মাধ্যমে মানুষ উদ্ভিদের — নিশ্চিত করে।
২৬. — প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল।
২৭. — উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ করে।
২৮. মানুষ — মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।
২৯. জীবনের জন্য সকল জীবের — প্রয়োজন।
৩০. প্রাণী ও উদ্ভিদ — জন্য পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।
৩১. যেসকল প্রাণী অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদকে খায় তারা —।
৩২. যা খেয়ে প্রাণী জীবন ধারণ করে তাকে — বলে।
৩৩. খাদ্য এবং খাদকের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে — তৈরি হয়।
৩৪. বেঁচে থাকার জন্য জীবের — প্রয়োজন হয়।
৩৫. সবুজ উদ্ভিদ — প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য তৈরি করে।
৩৬. খাদ্য শৃঙ্খলে সবুজ উদ্ভিদকে বলা হয় —।
৩৭. — নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না।
৩৮. যে সকল প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা হলো — স্তরের খাদক।
৩৯. যে সকল প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকে, তারা হলো — স্তরের খাদক।
৪০. — প্রাণী হলো প্রথম শ্রেণির খাদক। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা; প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পেরপুর সদর)
৪১. অধিকাংশ তৃতীয় স্তরের খাদক —।
৪২. খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরকে — বলে। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়)
৪৩. কোনো বাস্তুসংস্থানে বিদ্যমান একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল একত্রিত হয়ে — তৈরি করে।
৪৪. শক্তির প্রধান উৎস —। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ৮৮ নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
৪৫. খাদ্যশৃঙ্খল ও জালের মাধ্যমে পরিবেশে — ও খাদ্যের ভারসাম্য থাকে।
৪৬. সৌরশক্তি সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদকের দেহে — শক্তি হিসেবে জমা হয়।
৪৭. শক্তির প্রবাহ সর্বদা —।
৪৮. — উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি, বায়ু, আলো, তাপ, উদ্ভিদ ও প্রাণী।
৪৯. পরিবেশের উপাদান — হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৫৩৪ পাঞ্জেরী প্রাথমিক কৃতি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৫০. খাদ্যজাল ধ্বংস হয়ে গেলে সমগ্র — অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

৫১. — ধ্বংস হলে জীবজগতের অস্তিত্ব হুমকিতে পড়বে।

উত্তর ১. পরিবেশ; ২. জড়; ৩. বায়ু; ৪. পানি; ৫. জড়; ৬. বাসস্থান; ৭. অক্সিজেন; ৮. কার্বন ডাইঅক্সাইড; ৯. পানির; ১০. ৭০-৯০%; ১১. পানি; ১২. স্বয়ংসম্পূর্ণ; ১৩. পরিপূরক; ১৪. সালোকসংশ্লেষণ; ১৫. অক্সিজেন; ১৬. পরাগায়ন; ১৭. পরাগায়ন; ১৮. পরাগায়ন; ১৯. বীজের; ২০. পাখি; ২১. পরিবেশে; ২২. কাঠ; ২৩. হাড়ের; ২৪. চামড়া; ২৫. সংখ্যাবৃদ্ধি; ২৬. মানুষ; ২৭. সার; ২৮. চাষাবাদের; ২৯. খাদ্য; ৩০. খাদ্যের; ৩১. খাদক; ৩২. খাদ্য; ৩৩. খাদ্যশৃঙ্খল; ৩৪. শক্তি; ৩৫. সালোকসংশ্লেষণ; ৩৬. উৎপাদক; ৩৭. প্রাণীরা; ৩৮. প্রথম; ৩৯. দ্বিতীয়; ৪০. তৃণভোজী; ৪১. মাংসভোজী; ৪২. খাদ্যসূত্র; ৪৩. খাদ্যজাল; ৪৪. সূর্য; ৪৫. শক্তি; ৪৬. রাসায়নিক; ৪৭. একমুখী; ৪৮. পরিবেশের; ৪৯. বিলুপ্ত; ৫০. জীবজগতের; ৫১. খাদ্যজাল।

তৃতীয় অধ্যায়) খাদ্য

১. খাদ্য আমাদের দেহে শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও — সাধন করে।
২. গৃহীত — পরিমিত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান উপস্থিত থাকতে হয়।
৩. যেসব খাবারে পরিমিত পরিমাণে শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ ও পানি উপস্থিত থাকে, তাই — খাদ্য।
৪. বাড়ন্ত শিশুদের শরীর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত — থাকা প্রয়োজন।
৫. শিশু, গর্ভবতী মা ও বয়স্ক ব্যক্তির — চাহিদার ভিন্নতা আছে।
৬. ৬-১২ বছরের শিশুর জন্য দৈনিক আমিষ প্রয়োজন — গ্রাম।
৭. ৬-১২ বছরের শিশুর জন্য দৈনিক দুটি, পরোটা অথবা পাউরুটি প্রয়োজন — গ্রাম।
৮. ৬-১২ বছরের শিশুর জন্য দৈনিক ভিটামিন প্রয়োজন — গ্রাম।
৯. ৬-১২ বছরের শিশুর জন্য দৈনিক তেল ও চর্বি প্রয়োজন — গ্রাম।
১০. গর্ভবতী মায়েদের শরীরে আরেকটি শিশুর বৃদ্ধি হয় বলে তাদের — পুষ্টি প্রয়োজন।
১১. গর্ভবতী মায়েদের শরীর গঠনকারী, শক্তি প্রদানকারী, — খাদ্যের প্রয়োজন।
১২. বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য — ও পুষ্টিকর খাদ্য দরকার।
১৩. দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য — খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ৮৮ নং মাদিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
১৪. মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশের জন্য শিশুদের — খাদ্য গ্রহণ করা জরুরি।
১৫. সুখম খাদ্য শিশুদের সঠিকভাবে শারীরিক বৃদ্ধি ও — সহায়তা করে।
১৬. সুস্থ থাকার জন্য — গ্রহণের কোন বিকল্প নেই।
১৭. খাদ্যের উপাদানগুলো দেহের — ক্ষমতা তৈরি করে।
১৮. প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুখম খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরে — নষ্ট হয়।

১৯. সুখম খাদ্যের অভাবে শরীরে — দেখা দিতে পারে।

২০. সুখম খাদ্য শরীরে — চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করে।

(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পেরপুর সদর)

২১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খেলে — সহ নানা শারীরিক সমস্যা হতে পারে।
২২. সুখম খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরে পুষ্টির — নষ্ট হয়।
২৩. অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে — ক্ষমতা কমে যেতে পারে।
২৪. প্রতিদিনের খাবার সুখম না হলে শিশুদের স্বাভাবিক — ব্যাহত হয়।
২৫. সুস্থ থাকার জন্য শুধু সুখম খাবার খেলেই হবে না, — খাবার খাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।
২৬. অপরিমিত এবং বিশৃঙ্খল খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন ধরনের — বাড়ায়।
২৭. সময়মতো খাবার গ্রহণ না করলে — আলসার বা ক্ষত হতে পারে।
২৮. সঠিক সময়ে খেলে শরীর সুস্থ ও — থাকে।
২৯. — খাবার দেরিতে খেলে স্থূলতা বা মোটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
৩০. রাতে ঘুমানোর অন্তত — ঘণ্টা আগে রাতের খাবার গ্রহণ করা উচিত।
৩১. রাতে — খাবার খাওয়া ভালো।
৩২. খাবার হজম হতে সাধারণত — ঘণ্টা সময় লাগে।
৩৩. সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবারের মাঝে প্রায় — ঘণ্টা বিরতি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
৩৪. — পচনশীল হওয়ায় সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।
৩৫. জীবাণুর সংক্রমণ এবং পচন রোধ করে খাদ্যের স্বাদ ও গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রক্রিয়াই হলো —।
৩৬. ধান, গম, ডাল, মাছ ইত্যাদি — দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা একটি প্রচলিত পদ্ধতি।
৩৭. রোদে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ একটি — পদ্ধতি।
৩৮. মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি দ্রুত পচে যায় বলে এগুলো — রেখে সংরক্ষণ করা হয়।
৩৯. বাড়িতে রেফ্রিজারেটরে সাধারণত ৪° সে. থেকে — সে. তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়।
৪০. বাণিজ্যিকভাবে আলু, গাজর ইত্যাদি বছরব্যাপী সংরক্ষণের জন্য — ব্যবহার করা হয়।
৪১. কোনো খাদ্যকে খাবার লবণ বা এর দ্রবণ দ্বারা সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে — বলে।
৪২. ফ্রিজ আসার পূর্বে — পদ্ধতি খাদ্য সংরক্ষণের খুব জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল।
৪৩. লবণ দিয়ে — মাছ সংরক্ষণ একটি জনপ্রিয় কিউরিং পদ্ধতি।
৪৪. ফল বা সবজিকে লবণ, চিনি, তেল ও ভিনেগার দিয়ে সংরক্ষণ করাকে — বলে।
৪৫. বিভিন্ন ফলের রস — সাথে মিশিয়ে জ্যাম-জেলি হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।
৪৬. মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রথম চাহিদা হলো —।
৪৭. পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার জন্য খাদ্য — খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৪৮. মাছ, মাংস, ফল সহজেই — দ্বারা আক্রান্ত হয়।
৪৯. খাদ্য সংরক্ষণের ফলে খাবারে — অণুজীব জন্মাতে পারে না।
৫০. — মাধ্যমে যেকোন মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্য সারাবছর ধরে পাওয়া যায়।

৫১. শীতকালে উৎপাদিত আলু — রেখে সারা বছরের চাহিদা মেটানো হয়।

৫২. — মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় রোধ, গুণাগুণ বজায় রাখা এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

উত্তর ১. বৃন্দি; ২. খাদ্যে; ৩. সুস্বাদু; ৪. আমিষ; ৫. পুষ্টি; ৬. ৬০; ৭. ১৫০; ৮. ১০০; ৯. ১৫-২০; ১০. বাড়তি; ১১. রোগ প্রতিরোধী; ১২. সহজপাচ্য; ১৩. সুস্বাদু; ১৪. সুস্বাদু; ১৫. বিকাশে; ১৬. সুস্বাদু খাদ্য; ১৭. রোগ প্রতিরোধ; ১৮. পুষ্টির ভারসাম্য; ১৯. পুষ্টিহীনতা; ২০. পুষ্টি; ২১. স্থূলতা; ২২. ভারসাম্য; ২৩. রোগ প্রতিরোধ; ২৪. বৃন্দি; ২৫. সময়মতো; ২৬. স্বাস্থ্যবৃদ্ধি; ২৭. পাকস্থলিতে; ২৮. কর্মক্ষম; ২৯. রাতের; ৩০. তিন; ৩১. সহজপাচ্য; ৩২. ৩-৪; ৩৩. ৪; ৩৪. খাদ্যদ্রব্য; ৩৫. খাদ্য সংরক্ষণ; ৩৬. শুকিয়ে; ৩৭. প্রচলিত; ৩৮. ফ্রিজে বা হিমাগারে; ৩৯. -১৮°; ৪০. হিমাগার; ৪১. কিউরিং; ৪২. কিউরিং; ৪৩. ইলিশ; ৪৪. আচার; ৪৫. চিনির; ৪৬. খাদ্য; ৪৭. সংরক্ষণ; ৪৮. অণুজীব; ৪৯. পচন সৃষ্টিকারী; ৫০. খাদ্য সংরক্ষণের; ৫১. হিমাগারে; ৫২. খাদ্য সংরক্ষণের।

চতুর্থ অধ্যায় বয়ঃসন্ধিকাল

১. বাল্যকাল থেকে কৈশোরে পদার্পণের পর্যায়কে — বলে। (জ্ঞান)
২. মানুষের জীবনে শারীরিক পরিবর্তনের ধাপগুলো একটি — প্রক্রিয়া।
৩. বয়ঃসন্ধিকাল একটি — প্রক্রিয়া।
৪. জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো —।
৫. সাধারণত মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল — থেকে ১৩ বছর বয়সে শুরু হয়।
৬. ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল ৯ থেকে — বছর।
৭. বয়ঃসন্ধিকালে দ্রুত বৃন্দির ফলে শরীরের ওজন ও — বৃন্দি পায়।
৮. দাড়ি-গোঁফ গজানো বয়ঃসন্ধিকালের একটি — বৈশিষ্ট্য।
৯. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের গলার স্বর মোটা এবং — হতে থাকে।
১০. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মুখে — দেখা দিতে পারে।
১১. বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে ঘাম বেশি হয় এবং ঘামে — থাকতে পারে।
১২. বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ঘন ঘন — পরিবর্তন হয়।
১৩. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত — একটি প্রক্রিয়া।
১৪. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো নিয়ে ভয় বা — পাওয়ার কিছু নেই।
১৫. বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা নিয়ে পরিবারের — সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা উচিত।
১৬. মানবজীবনের সংবেদনশীল পর্যায় হলো —।
১৭. নিজের কাজ নিজে করলে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি — ভালো থাকে।
১৮. সুস্বাদু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ — জীবন যাপনের প্রধান শর্ত।
১৯. — খাবার বর্জন করলে রোগমুক্ত থাকা যায়।
২০. — আমাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়।
২১. — আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের সময়।

২২. জাঙ্ক ফুডে প্রচুর পরিমাণে — ও চিনি থাকে।

২৩. বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক বৃন্দি দ্রুত হওয়ায় — সমৃদ্ধ খাবার, যেমন- মাছ, মাংস, ডিম ও ডাল খাওয়া প্রয়োজন।

২৪. বয়ঃসন্ধিকালে — ফুড অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

২৫. নিরাপদ পানির অপর নাম —। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পিটিজাই সংসদ্য পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা)

২৬. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে — পানি পান করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

২৭. বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের বৃন্দি ও বিকাশের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে — ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

২৮. বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের বৃন্দি ও — জন্য পর্যাপ্ত ঘুম খুবই প্রয়োজন।

২৯. নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করলে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি — স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

৩০. — ভাল থাকলে অনেক জটিল রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৩১. নিয়মিত শরীরচর্চা, খেলাধুলা করা, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো, সকালে ঘুম থেকে ওঠা এবং প্রতিদিন সূর্যের আলোতে গেলে — কম হয়।

৩২. নিজের বিছানা ও পড়ার টেবিল পরিষ্কার করলে — ভালো থাকে।

৩৩. ছবি আঁকা, বই পড়া, ধর্মচর্চা ইত্যাদি — স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।

৩৪. — ভালো থাকলে আনন্দের সাথে সব কাজ করা যায়।

৩৫. বই পড়া, ছবি আঁকা বা নাচ-গান করার মতো — কাজে অংশগ্রহণ করলে মন ভালো থাকে।

৩৬. অনেক সময় ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত তথ্য — হয় না।

৩৭. বয়ঃসন্ধিকালে প্রয়োজনে — সঙ্গেও আলোচনা করা যায়।

উত্তর ১. বয়ঃসন্ধিকাল; ২. ধারাবাহিক; ৩. স্বাভাবিক; ৪. বয়ঃসন্ধিকাল; ৫. ৮; ৬. ১৫; ৭. উচ্চতা; ৮. পুরুত্ব; ৯. ভারী; ১০. ব্রণ; ১১. গন্ধ; ১২. মেজাজের; ১৩. স্বাভাবিক; ১৪. লজ্জা; ১৫. প্রাপ্তবয়স্ক ও বিম্বস্ত; ১৬. বয়ঃসন্ধিকাল; ১৭. মনও; ১৮. স্বাস্থ্যসমত; ১৯. বাইরের; ২০. বয়ঃসন্ধিকাল; ২১. বয়ঃসন্ধিকাল; ২২. চর্বি; ২৩. প্রোটিন; ২৪. জাঙ্ক; ২৫. জীবন; ২৬. নিরাপদ; ২৭. ৮; ২৮. বিকাশের; ২৯. মানসিক; ৩০. পেট; ৩১. রোগবলাই; ৩২. শরীর ও মন; ৩৩. মানসিক; ৩৪. শরীর ও মন; ৩৫. সৃজনশীল; ৩৬. নির্ভরযোগ্য; ৩৭. শিক্ষকের।

পঞ্চম অধ্যায় পদার্থের গঠন

১. সকল বস্তু খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি যাকে — বলে।
২. পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাই —। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পেরপুজ সদস্য)
৩. অণুকে ভাঙলে পাওয়া যায় —।
৪. যেকোন পদার্থের গাঠনিক একক —।
৫. মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যাকে আর ভাঙা যায় না, তা হলো —।
৬. Atomos শব্দের অর্থ —।
৭. যে পদার্থের অণুতে একই ধরনের পরমাণু পাওয়া যায়, তাকে — পদার্থ বলে।
৮. পানির অণুতে অক্সিজেন ও — পরমাণু থাকে।



৫৩৬ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৯. পানির একটি অণুতে — হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে।
(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬; পিটিআই সংস্করণ পরীক্ষণ বিদ্যালয়, দেওকোণা)
১০. একাধিক রকমের পরমাণু দিয়ে গঠিত পদার্থের অণুকে — পদার্থ বলে।
১১. পানি একটি — পদার্থ।
১২. অক্সিজেনের অণুতে দুইটি অক্সিজেন — থাকে।
১৩. দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে একটি — অণু তৈরি হয়।
১৪. হাইড্রোজেন গ্যাসে অসংখ্য — অণু থাকে।
১৫. পানির বৈশিষ্ট্য তার উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ —।
১৬. কঠিন পদার্থের অণুগুলো একে অপরের সাথে — যুক্ত থাকে।
১৭. বরফ হলো পানির — অবস্থা।
১৮. তরল পদার্থের অণুগুলোতে — বল কম থাকে।
১৯. গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল খুব —।
২০. — পদার্থের অণুগুলো দুর্বল ও স্বাধীন।
২১. একটি পাত্রে গ্যাস রাখলে তা পাত্রের সম্পূর্ণ — জুড়ে থাকে।
২২. মিশ্রণের মধ্যে তার উপাদানগুলো নিজ নিজ — বজায় রাখে।
২৩. লোহার চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে — পদার্থ আলাদা করা হয়।
২৪. — দুই বা ততোধিক পদার্থ পাশাপাশি অবস্থান করে।
২৫. — মিশ্রণে উপাদানগুলো সমানভাবে বিস্তৃত থাকে।
২৬. বালু ও লোহার গুঁড়ার মিশ্রণ থেকে লোহা আলাদা করতে — ব্যবহার করা হয়।
২৭. চিনির শরবতে পানি ও চিনির অবস্থান সর্বত্র একই রকম থাকে বলে এটি — মিশ্রণ।
২৮. চায়ের লিকার থেকে চা পাতা পৃথক করার জন্য — ব্যবহার করা হয়।
২৯. তাপ দিয়ে — প্রক্রিয়ায় চিনির শরবত থেকে চিনি আলাদা করা যায়।
৩০. বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ — পরিণত হয়।
৩১. কোন উপায়ে উপাদান পৃথক করা হবে তা উপাদানের — ওপর নির্ভর করে।
৩২. — দূষণের কারণে ফুসফুসের রোগ হয়।
৩৩. মাটি দূষণের কারণে মাটির — শক্তি কমে যায়।
৩৪. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো বস্তুর ব্যবহার —।
৩৫. পানির খালি বোতল ফেলে না দিয়ে কলমদানি হিসেবে ব্যবহার করাকে — বলে।
৩৬. প্লাস্টিক, কাচ, কাগজ ইত্যাদি — করে নতুন জিনিস তৈরি করা যায়।
৩৭. পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে বিভিন্ন দ্রব্যের — করা প্রয়োজন।
৩৮. রান্নাঘরের শাক-সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ মাটিতে গুঁতে — সার তৈরি করা যায়।

উত্তর ১. অণু; ২. অণু; ৩. পরমাণু; ৪. পরমাণু; ৫. পরমাণু; ৬. অবিভাজ্য; ৭. মৌলিক; ৮. হাইড্রোজেন; ৯. ২টি; ১০. মৌলিক; ১১. মৌলিক; ১২. পরমাণু; ১৩. পানির; ১৪. হাইড্রোজেন; ১৫. আলাদা; ১৬. শক্তভাবে; ১৭. কঠিন; ১৮. আন্তঃআণবিক; ১৯. দুর্বল;

২০. বায়বীয়; ২১. আয়তন; ২২. বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ; ২৩. অচৌম্বকীয়; ২৪. মিশ্রণে; ২৫. সমসত্ত্ব; ২৬. চুম্বক; ২৭. সমসত্ত্ব; ২৮. ছাঁকনি; ২৯. বাষ্পীকরণ; ৩০. গ্যাসে; ৩১. বৈশিষ্ট্যের; ৩২. বায়ু; ৩৩. উর্বরতা; ৩৪. কমানো; ৩৫. পুনরায় ব্যবহার (Reuse); ৩৬. রিসাইকেল; ৩৭. পুনর্ব্যবহার; ৩৮. জৈব।

ষষ্ঠ অধ্যায়) শক্তির রূপান্তর

১. কাজ করার সামর্থ্যকে — বলে।
২. শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে, একে শক্তির — বলে।
৩. আমাদের শক্তির প্রধান উৎস হলো —।
৪. — বিভিন্ন রূপ আছে।
৫. বৈদ্যুতিক ইন্সি বিদ্যুৎ শক্তিকে — শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
৬. বৈদ্যুতিক পাখা চালানোর সময় বিদ্যুৎ শক্তি — শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
৭. — হলো স্থিতি ও গতি শক্তির যোগফল।
৮. কোনো বস্তুর অবস্থান এবং গতির কারণে যে শক্তি থাকে তাকে — শক্তি বলে।
৯. ব্যাটারিতে সঞ্চিত — শক্তি বিদ্যুৎ, আলোক ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।
১০. সোলার প্যানেল সৌরশক্তিকে — শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
১১. কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস — শক্তির উৎস।
১২. টেলিভিশন বিদ্যুৎ শক্তিকে — ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
১৩. তাপ সব সময় — জায়গা থেকে ঠান্ডা জায়গায় সঞ্চারিত হয়।
১৪. তাপের একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার প্রক্রিয়াই হলো তাপ —।
১৫. তাপ একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে — লাগে।
১৬. কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের সঞ্চারন হলো —।
১৭. তরল মাধ্যমে তাপ — পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়।
১৮. — পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো তাদের নিজস্ব স্থান পরিবর্তন করে না।
১৯. তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে — পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চারিত হয়।
২০. পানি গরম করার সময় পাত্রের নিচের পানি গরম হয়ে উপরে উঠে আসে — পদ্ধতিতে।
২১. কোনো মাধ্যম ছাড়া তাপ সঞ্চারন পদ্ধতি হলো —।
২২. সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে — পদ্ধতিতে।
২৩. — পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলোর চলাচলের দ্বারা তাপ উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে যায়।
২৪. রোদে কাপড় শুকানোর সময় সূর্য থেকে — পদ্ধতিতে সঞ্চারিত তাপ ব্যবহৃত হয়।
২৫. তাপ সঞ্চারনের তিনটি উপায় হলো পরিবহণ, পরিচলন ও —।
২৬. শক্তির একটি রূপ হলো —।
২৭. তাপ সঞ্চারনের পদ্ধতি — টি।
২৮. আলো সব সময় — পথে চলে।
২৯. আলোর সামনে কোনো বস্তু রাখলে পেছনে তার — পড়ে।
৩০. কোনো মাধ্যম ছাড়াই আলোর সঞ্চারনকে — পদ্ধতি বলে।
৩১. শক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপচয় করলে ভবিষ্যতে শক্তির — তৈরি হতে পারে।



৩২. শক্তি পুনর্ব্যবহার করে শক্তি — করা হয়।
 ৩৩. প্রকৃতিতে মানুষের জন্য শক্তি প্রদানকারী — সম্পদ সীমিত।
 ৩৪. একই শক্তিকে বারবার কাজে লাগানোকে শক্তির — বলে।
 ৩৫. শক্তি সংরক্ষণ করলে — দূষণ কমে।
 ৩৬. প্রকৃতিতে অনবায়নযোগ্য সম্পদ —।
 ৩৭. শক্তির — হলো একই শক্তির বার বার ব্যবহার।

উত্তর ১. শক্তি; ২. বৃষ্টিপাত; ৩. সূর্য; ৪. শক্তি; ৫. তাপ; ৬. যান্ত্রিক;
 ৭. যান্ত্রিক শক্তি; ৮. যান্ত্রিক; ৯. রাসায়নিক; ১০. বিদ্যুৎ;
 ১১. রাসায়নিক; ১২. আলোক; ১৩. গরম; ১৪. সঞ্চালন;
 ১৫. মাধ্যম; ১৬. পরিবহণ; ১৭. পরিচলন; ১৮. পরিবহণ;
 ১৯. পরিচলন; ২০. পরিচলন; ২১. বিকিরণ; ২২. বিকিরণ;
 ২৩. পরিচলন; ২৪. বিকিরণ; ২৫. বিকিরণ; ২৬. আলো; ২৭. ৩;
 ২৮. সোজা; ২৯. ছায়া; ৩০. বিকিরণ; ৩১. সংকট; ৩২. সংরক্ষণ;
 ৩৩. অনবায়নযোগ্য; ৩৪. পুনর্ব্যবহার; ৩৫. পরিবেশ;
 ৩৬. সীমিত; ৩৭. পুনর্ব্যবহার।

সপ্তম অধ্যায় বলের ধারণা

১. দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে আমরা — প্রয়োগ করে থাকি।
 ২. বল প্রয়োগের দুটি প্রধান মাধ্যম হলো টান ও —।
 ৩. — ব্যবহার করে বল প্রয়োগ করলে কাজ সহজ হয়।
 ৪. — মাত্রা বাড়ালে বস্তু দ্রুত ও বেশি দূর যেতে পারে।
 ৫. সাইকেলের প্যাডেলে বেশি মাত্রায় বল প্রয়োগ করলে সাইকেলের — বেড়ে যায়।
 ৬. বল প্রয়োগের শক্তি বা জোরকে বলের — বলা হয়।
 ৭. বলের — যত বেশি, বস্তুর উপর প্রভাব তত বেশি।
 ৮. ঘর্ষণ বস্তুকে চলতে — দেয়।
 ৯. কোনো বস্তুর উপরের পৃষ্ঠ মসৃণ হলে ঘর্ষণ — হয়।
 ১০. লেখার সময় আমরা কলম ধরে রাখতে পারি — বলের কারণে।
 ১১. দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানো যায় — বলের জন্য।
 ১২. গাড়ির চাকায় খাঁজ কাটা থাকে রাস্তার সাথে — বাড়ানোর জন্য।
 ১৩. যন্ত্রপাতির গতিশীল অংশে ঘর্ষণের ফলে — হয়ে যেতে পারে।
 ১৪. পৃথিবী সকল বস্তুকে নিজের দিকে টানে, এই টানকে পৃথিবীর — বল বলে।
 ১৫. — সকল বস্তুকে নিজের দিকে টানে।
 ১৬. যেকোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে তা — বলের কারণে নিচে পড়ে।
 ১৭. সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় আমাদের — বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়।
 ১৮. পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাই হলো — বল।
 ১৯. আমাদের কাজকে সহজ করে দেয় এমন যন্ত্রকে — যন্ত্র বলে।
 ২০. ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, পুলি, হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার — যন্ত্রের উদাহরণ।
 ২১. কম শক্তি দিয়ে ভারী বস্তু তুলতে — যন্ত্র সাহায্য করে।
 ২২. সরল যন্ত্র বলের দিক ও — পরিবর্তন করে।
 ২৩. সরল যন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ, দ্রুত ও — করে তোলে।
 ২৪. টিউবওয়েলের হাতল একটি — যন্ত্রের উদাহরণ।

২৫. হাসপাতালে রোগীদের জন্য ব্যবহৃত র্যাম্প একটি — সমতল।
 ২৬. একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিবিন্দুর সাহায্যে কম জোর দিয়ে ভারী বস্তু তোলার কৌশলকে — বলে।
 ২৭. হেলানো সমতল হলো একটি — পথ বা তির্যক পৃষ্ঠ।
 ২৮. কোনো বস্তুকে উপরের দিকে তুলতে হলে তাকে — শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়।
 ২৯. হুইল চেয়ারের র্যাম্প, সিঁড়ি, ঢালু রাস্তা — সমতলের উদাহরণ।
 ৩০. চাকায় দড়ি পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় —।
 ৩১. পতাকা তোলার জন্য — ব্যবহার করা হয়।
 ৩২. — সাহায্যে বেশি ভার তোলার জন্য কম শক্তি লাগে।
 ৩৩. লিভার হলো একটি — যন্ত্র।
 ৩৪. সি-স্যা — নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে।
 ৩৫. সাঁড়াশি বা ক্যান ওপেনার — এর উদাহরণ।
 ৩৬. — দিয়ে অল্প বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তোলা যায়।

উত্তর ১. বল; ২. ঠেলা; ৩. যন্ত্র; ৪. বলের; ৫. গতি; ৬. মাত্রা;
 ৭. মাত্রা; ৮. বাধা; ৯. কম; ১০. ঘর্ষণ; ১১. ঘর্ষণ; ১২. ঘর্ষণ;
 ১৩. ক্ষয়; ১৪. আকর্ষণ; ১৫. পৃথিবী; ১৬. মাধ্যাকর্ষণ; ১৭. আকর্ষণ;
 ১৮. মাধ্যাকর্ষণ; ১৯. সরল; ২০. সরল; ২১. সরল; ২২. মাত্রা;
 ২৩. কার্যকর; ২৪. সরল; ২৫. হেলানো; ২৬. লিভার; ২৭. ঢালু;
 ২৮. মাধ্যাকর্ষণ; ২৯. হেলানো; ৩০. কপিকল; ৩১. কপিকল;
 ৩২. লিভারের; ৩৩. সরল; ৩৪. লিভার; ৩৫. লিভার; ৩৬. কপিকল।

অষ্টম অধ্যায় ভূমিরূপ

১. ভূপৃষ্ঠের কঠিন, শৃঙ্খল আবরণকে — বলে।
 ২. পৃথিবীর পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় গঠনগত আকৃতি বা রূপকে — বলে।
 ৩. সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে — অঞ্চল।
 ৪. পৃথিবীর স্থলভাগের ভূমিরূপকে প্রধানত — ভাগে ভাগ করা যায়।
 ৫. পাহাড়গুলো পর্বতের তুলনায় কিছুটা ভূমিরূপকে বলে — উঁচু।
 ৬. বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মূলত — ভূমিরূপ রয়েছে।
 ৭. পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু ভূমিরূপকে বলে —।
 ৮. পর্বতের উচ্চতা সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে — মিটার বা তার বেশি হয়।
 ৯. মালভূমিকে এর আকৃতির জন্য বলা হয় —।
 ১০. বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল গঠিত — নিয়ে।
 ১১. নদীর বয়ে আনা পলিমাটির কারণে মাটি — হয়।
 ১২. সমভূমি অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা —।
 ১৩. পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের বসবাসের পছন্দনীয় ভূমিরূপ হলো —।
 ১৪. ভূমিরূপের পরিবর্তন কখনো ধীর, আবার কখনো — হতে পারে।
 ১৫. ভূমিরূপ পরিবর্তনের কারণগুলো মূলত প্রাকৃতিক এবং —।
 ১৬. ভূমিকম্প, সুনামি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি হলো ভূমিরূপ পরিবর্তনের — কারণ।
 ১৭. বাঁধ নির্মাণ, পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস ইত্যাদি — কারণে ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়।

৫৩৮ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

১৮. নদীবাহিত পলিমাটি জমা হয়ে নতুন — সৃষ্টি হয়।
১৯. — দ্রুত ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়।
২০. আগ্নেয়গিরির গলিত — জমাট বেঁধে ভূমিরূপের আমূল পরিবর্তন ঘটায়।
২১. ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে — সালে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।
২২. মেরু অঞ্চলে হিমবাহ গলার কারণ — উষ্ণতা বৃদ্ধি।
২৩. — একটি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
২৪. বনভূমি ধ্বংসের ফলে বৃষ্টিপাত কমে — বৃষ্টি পড়ে।
২৫. বনভূমি ধ্বংসের ফলে মাটি শুষ্ক ও — হয়ে পড়ে।
২৬. সিলেট, চট্টগ্রামে বনাঞ্চল পুড়িয়ে — চাষ করা হয়।
২৭. ইটভাটার জন্য মাটি স্বাভাবিক — হারাচ্ছে।
২৮. ফারাক্কা বাঁধের মতো বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের নদীগুলো — হারিয়েছে।
২৯. ইটভাটার ধোঁয়া — দূষণ ঘটায়।
৩০. পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর — বৃষ্টি পড়ে।
৩১. মাটির নিচ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলন — ঝুঁকি বাড়ায়।
৩২. বর্তমানে ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ — দূষণ।
৩৩. কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রচুর — ধরে রাখতে পারে।
৩৪. পাহাড়ি ঢলে প্রতি বছরই — ঘটে।
৩৫. মেরু অঞ্চলে তীব্র বায়ুপ্রবাহের ফলে বালুকণা জমে যে উঁচু ঢিবি তৈরি হয় তাকে — বলে।
৩৬. পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াই হলো —।
৩৭. ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ —।
৩৮. বন ধ্বংস বন্ধ করে বেশি করে — লাগালে মাটির গঠন শক্ত হয় ও ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

উত্তর ১. ভূমি; ২. ভূমিরূপ; ৩. মেরু; ৪. তিনটি; ৫. কম; ৬. পাহাড়ি; ৭. মালভূমি; ৮. ৬০০; ৯. টেবিলল্যাভ; ১০. সমভূমি; ১১. উর্বর; ১২. কৃষিকাজ; ১৩. সমভূমি; ১৪. আকস্মিক; ১৫. মানবসৃষ্ট; ১৬. প্রাকৃতিক; ১৭. মানবসৃষ্ট; ১৮. ভূমি; ১৯. ভূমিক্ষয়; ২০. লাভ; ২১. ২০২১; ২২. বৈশ্বিক; ২৩. সুনামি; ২৪. তাপমাত্রা; ২৫. অনূর্বর; ২৬. জম; ২৭. গঠন-বৈশিষ্ট্য; ২৮. নাব্যতা; ২৯. বায়ু; ৩০. তাপমাত্রা; ৩১. ভূমিধসের; ৩২. পরিবেশ; ৩৩. তাপ; ৩৪. ভূমিধস; ৩৫. বালিয়াড়ি; ৩৬. পরিবেশ সংরক্ষণ; ৩৭. ভূমিক্ষয়; ৩৮. গাছ।

নবম অধ্যায়) পরিবেশ সংরক্ষণ

১. মাটি, পানি ও বায়ুতে জীবের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু প্রবেশ করলে — দূষিত হয়।
২. শিল্পকারখানার বর্জ্য মাটি ও — উভয়কেই দূষিত করে।
৩. কৃষি জমিতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক — ও পানির দূষণ ঘটায়।
৪. ইটভাটার ও গাড়ির কালো ধোঁয়া, শিল্পকারখানার ধোঁয়া — দূষণ করে।
৫. শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য — দূষণ করে।
৬. পলিথিন পোড়ানোর ধোঁয়া থেকে — দূষিত হয়।
৭. পানি দূষণের কারণে মাছসহ অন্যান্য — প্রাণীর ক্ষতি হয়।
৮. — দূষণের কারণে মাটিতে ফসলের ক্ষতি হয়।

৯. বায়ু দূষণের কারণে পৃথিবীর — বৃষ্টি পড়ে।
১০. মেরু অঞ্চলের বরফ গলে — পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পড়ে।
১১. দূষিত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার কারণে মানুষের — ক্যান্সার হতে পারে।
১২. বায়ু দূষণের কারণে বাতাসের মাধ্যমে দুর্গন্ধ ও — ছড়ায়।
১৩. শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা হয় — দূষণের জন্য।
১৪. পানি দূষণের জন্য — পানি কমে যাচ্ছে।
১৫. — পানি ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন কমেছে।
১৬. দূষিত পানি দিয়ে উৎপাদিত ফসল খেলে মানুষের বিভিন্ন — দেখা দেয়।
১৭. কলেরা, ডায়ারিয়া, আমাশয় প্রভৃতি — রোগ।
১৮. কেঁচো ও উপকারী জীবাণু মারা যাওয়ার কারণ হলো —।
১৯. মাটি দূষণের কারণে জমির — কমে যায়।
২০. জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে — সার ব্যবহার করে মাটি দূষণ রোধ করা যায়।
২১. প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাপড় বা — ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত।
২২. গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রেখে মাটির — রোধ করে।
২৩. শিল্প ও কারখানার বর্জ্য — করে নদীতে ফেললে দূষণ কমে।
২৪. জমিতে অতিরিক্ত সার দিলে তা বৃষ্টির পানির সাথে — গিয়ে মেশে।
২৫. উন্নত — ব্যবস্থা পানি দূষণ রোধে সহায়তা করে।
২৬. বায়ু দূষণ রোধের জন্য — যানবাহন ব্যবহার করা উচিত।
২৭. গাড়ির ইঞ্জিন নিয়মিত পরীক্ষা করলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় —।
২৮. ফিল্টার বসিয়ে কারখানার ধোঁয়া — করলে বায়ু দূষণ কমে।
২৯. বনায়নের মাধ্যমে — দূষণ রোধ করা যায়।
৩০. — জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়।
৩১. বিদ্যুৎ ও — অপচয় রোধ করে পরিবেশ রক্ষা করা যায়।
৩২. বাড়ির ময়লা-আবর্জনা — করে পরিবেশকে রক্ষা করা যায়।
৩৩. গ্যাসীয় বর্জ্য সরাসরি বায়ুতে নির্গত করলে — দূষিত হয়।
৩৪. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে — কমানো যায়।

উত্তর ১. পরিবেশ; ২. পানি; ৩. মাটি; ৪. বায়ু; ৫. পানি; ৬. বায়ু; ৭. জলজ; ৮. পরিবেশ; ৯. তাপমাত্রা; ১০. সমুদ্রের; ১১. ফুসফুসের; ১২. রোগজীবাণু; ১৩. বায়ু; ১৪. নিরাপদ; ১৫. দূষিত; ১৬. রোগ; ১৭. পানিবাহিত; ১৮. মাটি দূষণ; ১৯. উর্বরতা; ২০. জৈব; ২১. পাটের; ২২. ক্ষয়; ২৩. পরিশোধন; ২৪. নদীতে; ২৫. পয়ঃনিষ্কাশন; ২৬. পরিবেশবান্ধব; ২৭. ধোঁয়া; ২৮. পরিশোধন; ২৯. বায়ু; ৩০. জীবাণু; ৩১. জ্বালানির; ৩২. পুনর্ব্যবহার; ৩৩. পরিবেশ; ৩৪. বায়ু দূষণ।

দশম অধ্যায়) পৃথিবীর গতি

১. সৌরজগতে পৃথিবী সবসময় — অবস্থায় থাকে।
২. — পৃথিবীকে আলো দেয়।
৩. পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনকে — গতি বলে।
৪. পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটি নির্দিষ্ট পথে ঘোরে, এই গতিকে — বলে।
৫. পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে — পরিবর্তন হয়।
৬. সৌরজগতে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ আছে — টি।
৭. পৃথিবী একটি —।



৮. পৃথিবী নিজ অক্ষের চারিদিকে — মত ঘুরে।
৯. নিজ অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে প্রায় — সময় লাগে।
১০. পৃথিবীতে দিন ও রাত হওয়ার প্রধান কারণ পৃথিবীর —।
১১. পৃথিবীর আকৃতি মোটামুটি —।
১২. সূর্য থেকে আমরা — ও আলো পাই।
১৩. সূর্যের আলো পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সেখানে — হয়।
১৪. ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর দিন ও রাত — থাকে।
১৫. পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়া কাল্পনিক সরলরেখাকে — বলে।
১৬. সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে —।
১৭. প্রতি চার বছর পরপর ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে যোগ করা হয় অতিরিক্ত — দিন।
১৮. সূর্যের চারদিকে ঘোরার সময় পৃথিবীর অক্ষরেখাটি কিছুটা — অবস্থায় থাকে।
১৯. আমাদের বাংলাদেশ পৃথিবীর — গোলার্ধে অবস্থিত।
২০. বাংলা বছরের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস মিলে — ঋতু হয়।
২১. গ্রীষ্মকালে দিনের দৈর্ঘ্য রাতের চেয়ে — হয়।
২২. এপ্রিল-মে মাসে উত্তর গোলার্ধে সূর্য — কিরণ দেয়।
২৩. সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেওয়ায় — অনুভূত হয়।
২৪. বাংলাদেশের দক্ষিণে — অবস্থিত।
২৫. শীতকালে উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে হলে থাকায় দিনের দৈর্ঘ্য — হয়।
২৬. শীত ও গ্রীষ্মকালে বাতাস — থাকে।
২৭. খাল বিল পানিতে ভরপুর থাকে —।
২৮. শীতকালে বাতাস উত্তর দিক থেকে — দিকে প্রবাহিত হয়।
২৯. প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন আচরণের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমাদের — কৌশলে পরিবর্তন আনতে হয়।
৩০. বাংলাদেশে — টি ঋতু দেখা যায়।
৩১. গ্রীষ্মকালে — কাপড় পরা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
৩২. শীতকালে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আমরা — তৈরি কাপড় পরি।
৩৩. গ্রীষ্মকালে বাইরে থেকে এসে — খাওয়া উচিত নয়।
৩৪. শীতকালে শিশুদের — রোগ বেশি হয়।
৩৫. — রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্ষাকালে নিয়মিত হাত ধোয়া প্রয়োজন।

উত্তর ১. ঘূর্ণায়মান; ২. সূর্য; ৩. আক্ষিক; ৪. বার্ষিক গতি; ৫. ঋতু; ৬. ৮; ৭. গ্রহ; ৮. লাটমের; ৯. ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড; ১০. আক্ষিক গতি; ১১. গোলাকার; ১২. তাপ; ১৩. দিন; ১৪. সমান; ১৫. অক্ষরেখা; ১৬. ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা; ১৭. ১; ১৮. হেলানো; ১৯. উত্তর; ২০. গ্রীষ্ম; ২১. বড়ো; ২২. খাড়াভাবে; ২৩. গরম; ২৪. বজোপসাগর; ২৫. ছোটো; ২৬. শূন্য; ২৭. বর্ষাকালে; ২৮. দক্ষিণ; ২৯. জীবন-যাপনের; ৩০. ৬; ৩১. সূতি; ৩২. উলের; ৩৩. ঠান্ডা পানি; ৩৪. ঠান্ডাজনিত; ৩৫. সংক্রামক।

একাদশ অধ্যায়) জলবায়ু পরিবর্তন

১. কোনো স্থানের প্রকৃতির অল্প সময়ের অবস্থাকে — বলে।
২. কোনো অঞ্চলের ২৫-৩০ বছরের গড় আবহাওয়াকে — বলে।
৩. আবহাওয়ার উপাদানগুলোই হলো — উপাদান।

৫ম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা ১৯৭

৪. কোনো স্থানের জলবায়ু জানতে হলে সেখানকার দীর্ঘদিনের — তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়।
৫. বাংলাদেশ — ঋতুর দেশ।
৬. কোনো স্থানের তাপমাত্রা — সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।
৭. গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে বায়ু প্রবাহিত হয় — থেকে উত্তর দিকে।
৮. শীতকালে বাংলাদেশে বায়ু প্রবাহিত হয় — থেকে দক্ষিণ দিকে।
৯. বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে — অবস্থিত।
১০. — পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক-দুর্যোগের পরিমাণ বাড়ছে।
১১. বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেশি হলে — বাড়ে।
১২. সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুকে — বলে।
১৩. আবহাওয়ার উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থায়ী পরিবর্তনই হলো — পরিবর্তন।
১৪. জলীয়বাষ্প উপরে উঠে শীতল ও ভারী হয়ে পরিণত হয় —।
১৫. স্থানভেদে জলবায়ুর ভিন্নতার পেছনে কিছু — বিষয় বা নিয়ামক রয়েছে।
১৬. নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে সূর্যের আলো খাড়াভাবে পড়ায় সেখানে — বেশি থাকে।
১৭. সাধারণত প্রতি ১০০০ মিটার উঁচুতে উঠলে তাপমাত্রা প্রায় — ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়।
১৮. — অঞ্চলের কাছাকাছি সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে।
১৯. নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব বাড়লে তাপমাত্রা —।
২০. সমুদ্র নিকটবর্তী স্থানের আবহাওয়া সাধারণত — থাকে।
২১. কোনো এলাকার জলবায়ু কেমন হবে তা — দিক দ্বারাও প্রভাবিত হয়।
২২. পর্বতের যে পাশে বাতাস বাধা পায়, সে পাশে — বেশি হতে পারে।
২৩. বালিমাটি পলিমাটির চেয়ে দ্রুত — বা ঠান্ডা হয়।
২৪. — মাটি ধীরে গরম বা ঠান্ডা হয়।
২৫. পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় — উষ্ণায়ন বলে।
২৬. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলে — গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি।
২৭. মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ দিন দিন — যাচ্ছে।
২৮. শীতপ্রধান দেশে যে কাচের ঘরে সবুজ উদ্ভিদ জন্মানো হয় তাকে — বলে।
২৯. বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন — পদার্থ থাকে।
৩০. বন উজাড় হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে — গ্যাস বাড়ছে।
৩১. প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে তাপমাত্রার অতিমাত্রায় বৃদ্ধিকে — বলে।
৩২. পৃথিবীর পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে —।
৩৩. অতি তাপে মাটি শুকিয়ে শক্ত ও ফেটে যাওয়ায় বলে —।
৩৪. টর্নেডো হলো স্বল্প এলাকার মধ্যে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণায়মান —।
৩৫. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা — যায়।
৩৬. — একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ।
৩৭. তীব্র তাপদাহের কারণে — উৎপাদন হ্রাস পায়।
৩৮. গরমে স্থলভাগের বায়ু — হয়ে উপরে উঠে যায়।
৩৯. কালবৈশাখী ঝড় — কি.মি. এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

৫৪০ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৪০. বজোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে বাংলাদেশে — হয়।
৪১. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয়ের বরফ গলে — উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।
৪২. উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিজমিতে লবণাক্ততা বাড়ছে সমুদ্রের পানির — বাড়লে।
৪৩. সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের এলাকা প্রায় — কিলোমিটার হয়ে থাকে।
৪৪. ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি — রোগ।
৪৫. ফসল উৎপাদন ব্যাহত হলে দেশে — সংকট দেখা দিতে পারে।
৪৬. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে উপকূলীয় মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে পরিণত হয় — শরণার্থীতে।
৪৭. জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমাতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার — হবে।
৪৮. বন্যার সময়ে — মাচায় ফসল চাষ করা হয়।
৪৯. জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ —।
৫০. বায়ুতে — কমানোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন কমানো যায়।

উত্তর ১. আবহাওয়া; ২. জলবায়ু; ৩. জলবায়ুর; ৪. আবহাওয়ার; ৫. হয়; ৬. থার্মোমিটারের; ৭. দক্ষিণ; ৮. উত্তর; ৯. বজোপসাগর; ১০. জলবায়ু; ১১. বৃষ্টিপাত; ১২. অর্ধ বায়ু; ১৩. জলবায়ু; ১৪. মেঘ; ১৫. ভৌগোলিক; ১৬. তাপমাত্রা; ১৭. ৬; ১৮. মেঘ; ১৯. কমে; ২০. মৃদু বা সহনশীল; ২১. বায়ু প্রবাহের; ২২. বৃষ্টিপাত; ২৩. গরম; ২৪. পলি; ২৫. বৈশ্বিক; ২৬. গ্রিনহাউস; ২৭. বেড়ে; ২৮. গ্রিনহাউস; ২৯. গ্যাসীয়; ৩০. কার্বন ডাইঅক্সাইড; ৩১. তীব্র তাপদাহ; ৩২. সূর্যের তাপ; ৩৩. খরা; ৩৪. বায়ু প্রবাহ; ৩৫. বেড়ে; ৩৬. বাংলাদেশ; ৩৭. ফসল; ৩৮. হালকা; ৩৯. ২০; ৪০. ঘূর্ণিঝড়; ৪১. সমুদ্রপৃষ্ঠের; ৪২. উচ্চতা; ৪৩. ৫০০ থেকে ৮০০; ৪৪. মশাবাহিত; ৪৫. খাদ্য; ৪৬. জলবায়ু; ৪৭. কমাতে; ৪৮. ভাসমান; ৪৯. বাংলাদেশ; ৫০. কার্বন ডাইঅক্সাইড।

দ্বাদশ অধ্যায়) আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

১. দৈনন্দিন জীবনে সকল ক্ষেত্রেই — ব্যবহার রয়েছে।
২. চাকা আবিষ্কারের পর থেকে — ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।
৩. চালকবিহীন গাড়ি — প্রযুক্তির একটি উদাহরণ।
৪. — কল্যাণে আমরা আরামদায়ক ও সুন্দর জীবনযাপন করি।
৫. — আমাদের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।
৬. প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে —।
৭. এক সময় কবুতর দিয়ে — বিনিময় করা হতো।
৮. শিক্ষা ক্ষেত্রে স্মার্টবোর্ড, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট হলো — প্রযুক্তির উদাহরণ।
৯. এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাম ও সিটিস্ক্যান হলো — ক্ষেত্রের প্রযুক্তি।
১০. বর্তমানে রোবটের মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত — করা সম্ভব হচ্ছে।
১১. ভাতারদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানে — ব্যবহৃত হচ্ছে।
১২. জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে —।
১৩. ফসল উৎপাদন থেকে — পর্যন্ত কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।

১৪. — প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে সার ও কীটনাশক ছিটানো সম্ভব হচ্ছে।
১৫. — প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়।
১৬. ফসলের রোগ নির্ণয়ে — বুদ্ধিমত্তা ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৭. পূর্বে খেলাধুলা প্রচার ও বিনোদনের মাধ্যম ছিল —।
১৮. — প্রযুক্তির কল্যাণে আজ দূরের খেলা ঘরে বসে দেখা যাচ্ছে।
১৯. প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনকে সহজ করলেও এর — ব্যবহার দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
২০. যেকোনো প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দেওয়া — ভালোভাবে জানতে হবে।
২১. রোবোট হলো এমন একটি যন্ত্র যা — কাজ করতে পারে।
২২. একটি রোবটকে যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাকে সেই কাজেই — করা উচিত।
২৩. রোবট পরিচালনাকারীকে উপযুক্ত — নিতে হবে।
২৪. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা — বুদ্ধিমত্তা হলো প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়।
২৫. অনুমতি ছাড়া কারো ব্যক্তিগত তথ্য — সিস্টেমে ব্যবহার করা উচিত নয়।
২৬. ভার্সুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে অবাস্তব কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবের ন্যায় — ভাবে দেখানো যায়।
২৭. — ডিভাইস ব্যবহারের সময় চোখে ৩D চশমা পরতে হবে।
২৮. স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়াকে — বলে।
২৯. অটোমেশন সিস্টেমের নিয়মিত — করা প্রয়োজন।
৩০. ড্রোন তৈরির কারণ — কাজ সহজ করা।
৩১. ড্রোন চালানোর সময় এটিকে সর্বদা — রাখতে হবে।
৩২. ড্রোন হলো এক ধরনের উড়ন্ত —, যা মানুষ দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৩৩. তথ্য-প্রযুক্তির যুগে — হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।
৩৪. কম্পিউটার হলো — যন্ত্র।
৩৫. কম্পিউটার দ্রুত ও নির্ভুলভাবে — ও যৌক্তিক সমস্যা সমাধান করে।
৩৬. কম্পিউটার পরিচালনার জন্য — ও সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়।
৩৭. কম্পিউটারের যেসকল উপকরণ দেখা যায় তাকে — বলে।
৩৮. সফটওয়্যার হলো এক ধরনের —।
৩৯. সফটওয়্যার — ধরনের।
৪০. — কোন অংশ একা কাজ করতে পারে না।
৪১. কোনো ডকুমেন্টকে সফটকপিতে রূপান্তর করতে — ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।
৪২. কম্পিউটারের প্রধান অংশ — টি।
৪৩. কম্পিউটারে কোনো কিছু লেখার জন্য — ব্যবহার করা হয়।
৪৪. — দিয়ে কম্পিউটারের স্ক্রিনে কোনো কিছু ক্লিক করা হয়।
৪৫. ভয়েস ইনপুট করার জন্য — ব্যবহৃত হয়।
৪৬. কম্পিউটার আমাদের — মতো কাজ করে।
৪৭. তথ্য অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে এমন মেমোরিকে — বলে।
৪৮. ROM হলো এক ধরনের — মেমোরি।
৪৯. মেমোরি — ধরনের।
৫০. কাগজে কোনো তথ্য বা ছবি ছাপানোর জন্য — ব্যবহার করা হয়।



৫১. — দিয়ে আমরা শব্দ শুনতে পাই।
 ৫২. কম্পিউটারের কাজের ফলাফল দেখার জন্য — ব্যবহার করা হয়।
 ৫৩. কোনো শব্দ শুনতে ও বলতে গেলে — ব্যবহার করা হয়।
উত্তর ১. প্রযুক্তি; ২. যাতায়াত; ৩. আধুনিক; ৪. প্রযুক্তির; ৫. প্রযুক্তি; ৬. যোগাযোগে; ৭. চিঠিপত্র; ৮. আধুনিক; ৯. চিকিৎসা; ১০. অস্ত্রোপচার; ১১. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি; ১২. ড্রোন; ১৩. সংরক্ষণ; ১৪. ড্রোন; ১৫. জৈব; ১৬. কৃত্রিম; ১৭. রেডিয়ো; ১৮. স্যাটেলাইট; ১৯. যথেষ্ট; ২০. ব্যবহারবিধি; ২১. স্বয়ংক্রিয়ভাবে; ২২. ব্যবহার; ২৩. প্রশিক্ষণ; ২৪. কৃত্রিম; ২৫. এআই; ২৬. ত্রিমাত্রিকভাবে; ২৭. ভিআর; ২৮. অটোমেশন; ২৯. পরীক্ষা; ৩০. বুদ্ধিপূর্ণ; ৩১. নজরদারিতে; ৩২. রোবোট; ৩৩. কম্পিউটার; ৩৪. ইলেকট্রনিক; ৩৫. গাণিতিক; ৩৬. হার্ডওয়্যার; ৩৭. হার্ডওয়্যার; ৩৮. প্রোগ্রাম; ৩৯. ২; ৪০. কম্পিউটারের; ৪১. স্ক্যানার; ৪২. ৪; ৪৩. কিবোর্ড; ৪৪. মাউস; ৪৫. মাইক্রোফোন; ৪৬. মস্তিষ্কের; ৪৭. RAM; ৪৮. স্থায়ী; ৪৯. দুই; ৫০. প্রিন্টার; ৫১. স্পিকার; ৫২. মনিটর; ৫৩. হেডফোন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়) সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

১. হিসাব-নিকাশ করা, লেখা বা ছবি আঁকার মতো কাজগুলো — সাহায্যে আরও সহজ, দ্রুত ও সুন্দরভাবে করা যায়।
 ২. কম্পিউটারে ছবি আঁকার জন্য একটি সহজ প্রোগ্রাম হলো —।
 ৩. Paint প্রোগ্রামে আঁকা ছবি — মেনু ব্যবহার করে সেভ করতে হয়।
 ৪. — থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্রাউজার ব্যবহৃত হয়।
 ৫. অনুচ্ছেদ লেখার জন্য — প্রোগ্রাম ব্যবহার সুবিধাজনক।
 ৬. অফিস বা রাস্তায় নজরদারি করার জন্য — ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়।
 ৭. চোর শনাক্ত করতে — ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়।
 ৮. দুর্গম এলাকায় উল্কার কাজ বা সিনেমার শুটিং-এর জন্য — ব্যবহৃত হয়।
 ৯. বর্তমানে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার ব্যবহার করে অনলাইনে — করা যায়।
 ১০. যৌক্তিক ও ধারাবাহিক নির্দেশনা অনুসরণ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য — প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়।
 ১১. একটি নির্দিষ্ট কাজ বা সমস্যা সমাধানের জন্য কোডসমূহকে যৌক্তিকভাবে সাজানোর প্রক্রিয়াই হলো —।
 ১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে — সম্পর্ক রয়েছে।
 ১৩. বিজ্ঞান হলো — সম্পর্কিত জ্ঞান।
 ১৪. বিজ্ঞানের জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগই হলো —।

১৫. বিজ্ঞানীরা জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে — ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছেন।
 ১৬. — অগ্রগতি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল।
 ১৭. প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজতে ও আহরণ করতে — প্রয়োজন।
 ১৮. কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত জাতের — উদ্ভাবিত হচ্ছে।
 ১৯. দেশের উন্নতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে — সেবাদানের উপর নির্ভরশীল।
 ২০. কোনো দেশের নাগরিক সেবার প্রায় শতভাগ — নির্ভর হলে সেই দেশ তত উন্নত।
 ২১. বাংলাদেশে জাতীয় জরুরি সেবার জন্য — নম্বরে কল করতে হয়।
 ২২. কৃষি বিষয়ক যেকোনো পরামর্শের জন্য — কল সেন্টারে ফোন করা যায়।
 ২৩. স্বাস্থ্য বাতায়নে কল করে ঘরে বসেই — পরামর্শ গ্রহণ করা যায়।
 ২৪. অ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্য — নম্বরে ফোন করা একটি প্রযুক্তিনির্ভর সেবা।
 ২৫. নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে — নম্বরে কল করে সাহায্য চাওয়া যায়।
 ২৬. জাতীয় পরিচয়পত্রে নামের বানান ভুল হলে — নম্বরে কল করে সেবা নেওয়া যাবে।
 ২৭. প্রযুক্তির অতি ব্যবহারের কারণে শিশুদের সঠিক — বিকাশ ব্যাহত হয়।
 ২৮. বেশিক্ষণ — ব্যবহারে পিঠ ও ঘাড় ব্যথা হতে পারে।
 ২৯. প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব আজ মানুষের — মুঠোয়।
 ৩০. অনলাইনে নৃশংস ঘটনার ভিডিও দেখলে শিশুদের — স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে।
 ৩১. ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য মোবাইল বা কম্পিউটারে — ব্যবহার করা উচিত।
 ৩২. ইন্টারনেট কখনো কখনো — তথ্য দিতে পারে।
 ৩৩. প্রযুক্তি আমাদের জীবনের — অংশ।
 ৩৪. প্রযুক্তির সঠিক ও — ব্যবহার আমাদের জীবনকে সুন্দর করে।

- উত্তর** ১. প্রযুক্তির; ২. Paint; ৩. File; ৪. ইন্টারনেট; ৫. Word; ৬. সিসিটিভি; ৭. সিসিটিভি; ৮. স্যাটেলাইট; ৯. কেনাকাটা; ১০. স্ক্র্যাচ; ১১. প্রোগ্রামিং; ১২. নিবিড়; ১৩. প্রকৃতি; ১৪. প্রযুক্তি; ১৫. বাষ্পীয়; ১৬. বিজ্ঞানের; ১৭. প্রযুক্তির; ১৮. ফসল; ১৯. দ্রুত; ২০. প্রযুক্তি; ২১. ৯৯৯; ২২. কৃষি; ২৩. ডাক্তারের; ২৪. ১৬২৬৩; ২৫. ১০৯; ২৬. ৩৩৩; ২৭. শারীরিক; ২৮. ডিভাইস; ২৯. হাতের; ৩০. মানসিক; ৩১. পাসওয়ার্ড; ৩২. ভুল; ৩৩. অবিচ্ছেদ্য; ৩৪. নিরাপদ।



সুপার সাজেশন

- পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— অধ্যায় ১: ১, ২, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫১, ৫৩; অধ্যায় ২: ২, ৪, ৬, ৭, ১৩, ১৭, ১৮, ২৩, ২৬, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৮, ৫১; অধ্যায় ৩: ১, ৪, ৬, ১০, ১৩, ১৬, ২০, ২৫, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৫১; অধ্যায় ৪: ২, ৫, ৮, ১২, ১৩, ১৬, ১৯, ২১, ২৫, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭; অধ্যায় ৫: ২, ৬, ৯, ১১, ১৫, ১৭, ২১, ২৪, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৮; অধ্যায় ৬: ১, ৪, ৬, ৮, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২২, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৬, ৩৭; অধ্যায় ৭: ৩, ৮, ৯, ১২, ১৬, ২০, ২২, ২৫, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬; অধ্যায় ৮: ১, ২, ৪, ১০, ১২, ১৮, ২০, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৮; অধ্যায় ৯: ২, ৪, ৫, ৯, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ২৯, ৩৪; অধ্যায় ১০: ১, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৮, ২০, ২৩, ২৮, ৩২, ৩৫; অধ্যায় ১১: ২, ৩, ৮, ১২, ১৫, ২০, ২২, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৫০; অধ্যায় ১২: ১, ৪, ৯, ১৩, ১৬, ২৩, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫৩; অধ্যায় ১৩: ২, ৪, ৫, ৯, ১৪, ২০, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪।

৫৪২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সময়িকা। পরীক্ষা ২০২৬



নিজেকে যাচাই করি: শূন্যস্থান পূরণ



বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ২-এ তোমার প্রকৃতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. যেখানে কোনো জীব স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে সেটাই জীবের —।
২. বাস্তুভবন প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ — পরিণত হয়।
৩. মরু অঞ্চলে তীব্র বায়ু প্রবাহের ফলে বালুকণা জমে যে উঁচু ঢিবি তৈরি হয় তাকে — বলে।
৪. মশার প্রকোপ বাড়ে —।
৫. উচ্চ ফলনশীল ও পোকামাকড় প্রতিরোধী উদ্ভিদ তৈরিতে — প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

সেট ২ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. মাটিতে থাকে পুষ্টি উপাদান — মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়।
২. শীতকালে উৎপাদিত আলু — রেখে সারাবছরের চাহিদা মেটানো হয়।
৩. পুরোনো কাগজ থেকে নতুন কাগজ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে — বলে।
৪. মেরু অঞ্চলের বরফ গলে — পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।
৫. কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয় —।

সেট ৩ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. কৃষি বিবয়ক যেকোনো পরামর্শের জন্য — কল সেটারে ফোন করা যায়।
২. কৃষিক্ষেত্রে লাভের আধুনিক রূপ হলো —, যা দিয়ে দ্রুত জমি চাষ করা যায়।
৩. শীতপ্রধান দেশে যে কাচের ঘরে সবুজ উদ্ভিদ জন্মানো হয় তাকে — বলে।

৪. বাড়ির ময়লা আবর্জনা — করেও পরিবেশকে রক্ষা করা যায়।
৫. অপরিষ্কৃত পাহাড়ে জুম চাষ করলে — নষ্ট হয়।

সেট ৪ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশকে পুনরায় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া হলো —।
২. একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিবিম্বের সাহায্যে কম জোর দিয়ে ভারী বস্তু তোলার কৌশলকে — বলে।
৩. শক্তি এক রূপ অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে, একে শক্তির — বলে।
৪. রান্নাঘরের শাক-সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ মাটিতে পুতে — সার তৈরি করা যায়।
৫. জীবাণুর সংক্রমণ এবং পচন রোধ করে খাদ্যের স্বাদ ও গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রক্রিয়া হলো —।

সেট ৫ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. বিভিন্ন ফলের রস — সাথে মিশিয়ে জ্যাম-জেলি হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।
২. বাবুসংস্থানে শক্তির প্রবাহ হয় সর্বদা —।
৩. যে সকল প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা হলো — স্তরের খাদক।
৪. লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত মাটিতে অক্সিজেনের অভাব মেটাতে সুন্দরী গাছের — মাটির উপরে উঠে আসে।
৫. ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য মোবাইল বা কম্পিউটারে — ব্যবহার করা উচিত।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ ১. আবাসস্থল; ২. গ্যাসে; ৩. বায়ুয়াজি; ৪. বর্ষাকালে; ৫. জৈব। **সেট ২** ১. পানির; ২. হিমাগারে; ৩. পুনঃপ্রক্রিয়া; ৪. সমুদ্রে; ৫. সিপিইউকে। **সেট ৩** ১. কৃষি; ২. ট্রাক্টর; ৩. গ্রিনহাউস; ৪. পুনর্ব্যবহার; ৫. ভূমিরূপ। **সেট ৪** ১. ভূমি বা পরিবেশ সংরক্ষণ; ২. লিভার; ৩. রূপান্তর; ৪. জৈব; ৫. খাদ্য সংরক্ষণ। **সেট ৫** ১. চিনির; ২. একমুখী; ৩. প্রথম; ৪. শ্বাসমূল; ৫. পাসওয়ার্ড।

সত্য-মিথ্যা নির্ণয়

প্রথম অধ্যায় জীবের আবাসস্থল

১. কোনো কোনো জীব মাটি ও পানি উভয় স্থানে বসবাস করে।
২. স্থলভাগের সকল উদ্ভিদের জন্য ছায়াযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন।
৩. মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মে।
৪. অর্কিড বড় উদ্ভিদের গায়ে অশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে।
৫. তৃণভূমি এক ধরনের স্থলজ আবাসস্থল।
৬. ব্যাঙাচি অবস্থায় ব্যাঙ স্থলে বসবাস করে।
৭. আমাদের দেশে হাতির আবাসস্থল সুন্দরবন।
৮. তৃণভূমিতে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য দেখা যায়।
৯. মরুভূমির আবহাওয়া আর্দ্র এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
১০. মেরু অঞ্চল ঘন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকে।
১১. পেজুইন মেরু অঞ্চলের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রাণী।

১২. আকর্ষক উইলো জলজ আবাসস্থলের একটি উদ্ভিদ।
১৩. সমুদ্রের পানি স্বাদু হয়ে থাকে।
১৪. রাতারগুল একটি নোনা পানির জলাভূমি।
১৫. সস্টেরা, হ্যালোউউল সামুদ্রিক শৈবালের উদাহরণ।
১৬. সারগাসাম হলো সামুদ্রিক শৈবাল। *(৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: মরমসিংহ পিটিমাই সংস্করণ পরীক্ষণ বিদ্যালয়)*
১৭. স্থলজ উদ্ভিদের কাছে বায়ুকুঠুরি বা ফাঁপা অংশ থাকে না।
১৮. ল্যামিনারিয়া একটি স্থলজ পরিবেশের উদ্ভিদ। *(৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: মরমসিংহ সদর)*
১৯. কচুরিপানার বায়ুকুঠুরিগুলো পানি দিয়ে পূর্ণ থাকলে উদ্ভিদটি সহজে ভেসে থাকবে।
২০. মুরগির পায়ের আঙুলগুলো হাঁসের পায়ের মতো পর্দাবিশিষ্ট।
২১. মুরগির নখরযুক্ত পা পানিতে চলাচল করার জন্য হাঁসের পায়ের চেয়ে বেশি উপযোগী।

২২. অভিযোজনের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশে ভালোভাবে টিকে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি করা।
 ২৩. অভিযোজন শুধুমাত্র উদ্ভিদের মধ্যেই দেখা যায়, প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না।
 ২৪. বনজ উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত নরম ও দুর্বল প্রকৃতির হয়।
 ২৫. কিছু উদ্ভিদ শীতকালে পানিশূন্যতা থেকে বাঁচতে পাতা ঝরিয়ে দেয়।
 ২৬. শীতকালে উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়ে ফেলা হলো অভিযোজনের কৌশল।
 ২৭. শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকায় উদ্ভিদের পানিশূন্যতা হতে পারে।
 ২৮. আত্মরক্ষার জন্য মরুজ পরিবেশের উদ্ভিদের কাণ্ড কাঁটায় রূপান্তরিত হয়।
 ২৯. ষেত ভল্লুককে মরুভূমিতে ছেড়ে দিলে তার সাদা রঙ আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে।
 ৩০. জলজ উদ্ভিদের মূল খুব দীর্ঘ ও শক্তিশালী হয়।
 ৩১. মাছকে পানি থেকে ডাঙায় তুলে আনলে এটি ফুলকার সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারবে।
 ৩২. সামুদ্রিক প্রাণীদের লবণাক্ততা ও পানির প্রবল চাপ মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হয়।
 ৩৩. জলাভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে শুধু স্থলজ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।
 ৩৪. সুন্দরবনের মাটি ভেজা হওয়ায় সুন্দরী গাছের মূলের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের অভাব হয়।
 ৩৫. সুন্দরী গাছের শ্বাসমূলগুলো মাটির নিচে বৃদ্ধি পায়।
 ৩৬. সুন্দরবনের মাটি লবণাক্ত ও ভেজা। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]*
 ৩৭. শ্বাসমূলের সাহায্যে সুন্দরী গাছ মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে।
- উত্তর ১.** সত্য; ২. মিথ্যা; ৩. মিথ্যা; ৪. সত্য; ৫. সত্য; ৬. মিথ্যা; ৭. মিথ্যা; ৮. সত্য; ৯. মিথ্যা; ১০. মিথ্যা; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. মিথ্যা; ১৪. মিথ্যা; ১৫. মিথ্যা; ১৬. সত্য; ১৭. সত্য; ১৮. মিথ্যা; ১৯. মিথ্যা; ২০. মিথ্যা; ২১. মিথ্যা; ২২. সত্য; ২৩. মিথ্যা; ২৪. মিথ্যা; ২৫. সত্য; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. মিথ্যা; ২৯. মিথ্যা; ৩০. মিথ্যা; ৩১. মিথ্যা; ৩২. সত্য; ৩৩. মিথ্যা; ৩৪. সত্য; ৩৫. মিথ্যা; ৩৬. সত্য; ৩৭. মিথ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়) জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

১. পরিবেশের উপাদানগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]*
২. জীব বেঁচে থাকার জন্য জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নয়।
৩. আমরা সর্বদা জড় বস্তুর উপর নির্ভরশীল। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ সদর]*
৪. কেঁচো মাটির নিচে বাস করে এবং এটি একটি প্রাণী।
৫. উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই শ্বাসকার্যের জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে।
৬. উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বায়ু থেকে সরাসরি গ্রহণ করে।
৭. উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের সাহায্য ছাড়াই পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বাঁচতে পারে।
৮. মানুষ নিঃশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে, তা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে কাজে লাগে।

৯. উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদন প্রাণীদের ওপর নির্ভরশীল।
১০. উদ্ভিদ শুধুমাত্র প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বাসস্থান হিসেবে নয়।
১১. পরাগায়ন না হলেও উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হবে।
১২. মৌমাছি না থাকলে পৃথিবীতে ফল ও ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যাবে।
১৩. পাখিরা ফল খেয়ে দূর-দূরান্তে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
১৪. মৃত জীবদেহ পচে মাটিতে মিশে উদ্ভিদের পুষ্টি জোগায়।
১৫. ঘরবাড়ি তৈরির জন্য মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল।
১৬. পোশাক ও ব্যাগ তৈরিতে প্রাণীর চামড়া বা পশম ব্যবহৃত হয়।
১৭. মানুষ পশুপালন করার সময় প্রাণীর নিরাপত্তা ও খাদ্যের যোগান দেয়।
১৮. অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসা করা মানুষের ওপর প্রাণীর নির্ভরশীলতার একটি উদাহরণ।
১৯. খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম স্তরে সর্বসময় মাংসাশী প্রাণী থাকে।
২০. ঘাসফড়িং একটি তৃণভোজী প্রাণী। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: শেরপুর সদর]*
২১. একটি খাদ্যশৃঙ্খলে ঘাসফড়িং হলো উৎপাদক।
২২. হরিণ সরাসরি উদ্ভিদ খায় বলে এটি দ্বিতীয় স্তরের খাদক।
২৩. তৃণভোজী প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকা প্রাণীরা তৃতীয় স্তরের খাদক।
২৪. প্রাণীরা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়]*
২৫. উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সূর্যের আলো ও অক্সিজেন প্রয়োজন।
২৬. একটি খাদ্যশৃঙ্খলে শুধুমাত্র একটি খাদ্যশৃঙ্খল থাকে।
২৭. খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল পরিবেশে শক্তির প্রবাহে ভারসাম্য আনে।
২৮. পৃথিবীর সকল শক্তির চূড়ান্ত উৎস হলো উদ্ভিদ।
২৯. খাদ্যশৃঙ্খলের শক্তি প্রবাহে উৎপাদক সরাসরি সূর্য থেকে শক্তি পায়।
৩০. শক্তি উৎপাদক থেকে ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।
৩১. একটি খাদ্যশৃঙ্খলে শক্তিপ্রবাহ দ্বিমুখী হয়।
৩২. সৌরশক্তি উৎপাদকের দেহে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়।
৩৩. পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে জীবজগতের জন্য কোনো সমস্যা তৈরি হবে না।
৩৪. খরা বা ফসলহানি ঘটলে খাদ্যশৃঙ্খলে এর কোনো প্রভাব পড়বে না।
৩৫. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

- উত্তর ১.** মিথ্যা; ২. মিথ্যা; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. সত্য; ৬. মিথ্যা; ৭. মিথ্যা; ৮. সত্য; ৯. সত্য; ১০. মিথ্যা; ১১. মিথ্যা; ১২. সত্য; ১৩. সত্য; ১৪. সত্য; ১৫. মিথ্যা; ১৬. সত্য; ১৭. সত্য; ১৮. সত্য; ১৯. মিথ্যা; ২০. সত্য; ২১. মিথ্যা; ২২. মিথ্যা; ২৩. মিথ্যা; ২৪. মিথ্যা; ২৫. মিথ্যা; ২৬. মিথ্যা; ২৭. সত্য; ২৮. মিথ্যা; ২৯. সত্য; ৩০. সত্য; ৩১. মিথ্যা; ৩২. সত্য; ৩৩. মিথ্যা; ৩৪. মিথ্যা; ৩৫. সত্য।

তৃতীয় অধ্যায়) খাদ্য

১. খাদ্য সংরক্ষণ করলে খাদ্যের মান, সতেজতা ও গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।
২. সবজি ও ফলমূল ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎস।
৩. যেকোনো বয়সের মানুষের জন্য সুস্থ খাদ্যের তালিকা একই রকম হয়।
৪. শিশুদের খাদ্য তালিকায় আমিষ জাতীয় খাদ্য কম রাখতে হয়।
৫. একজন শিশুর খাদ্য তালিকায় মাছ ও ডাল রাখলে তার আমিষের চাহিদা পূরণ হবে।
৬. দৈনিক এক গ্লাস দুধ পান করলে শিশুদের শারীরিক গঠনে সহায়তা করে।
৭. গর্ভবতী মায়ের সাধারণের চেয়ে বাড়তি পুষ্টির খাবার প্রয়োজন হয়।
৮. বয়স বাড়লে মানুষের শক্তি কমে যায়, তাই তাদের চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খেতে হয়।
৯. শরীরে কোনো খাদ্য উপাদানের অভাব হলে অন্য উপাদান দিয়ে তা পূরণ হয়ে যায়।
১০. প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি খাবার খাওয়া দুটিই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
১১. সুস্থ খাদ্য না খেলে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মস্তিষ্ক বিকাশ ব্যাহত হয়।
১২. প্রতিদিনের খাবার পরিমিত ও সুস্থ না হলে আমাদের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
১৩. সময়মতো খাবার না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
১৪. নিয়মিত সুস্থ খাদ্য গ্রহণ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
১৫. নিয়মিত দেরিতে সকালের নাশতা করলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পিটিআই সংস্থা পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]*
১৬. দুপুরে খাদ্য গ্রহণের সঠিক সময় বেলা ২.৩০-৩.০০ টা। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: চাঁদপুর সদর]*
১৭. খাবার না খেয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়।
১৮. সকালের নাস্তা না খেয়ে সরাসরি দুপুরের খাবার খাওয়া একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।
১৯. রাতের খাবার ঘুমানোর ঠিক আগ মুহূর্তে খাওয়া ভালো। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ সদর]*
২০. রাতে তেল ও চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর।
২১. খাদ্য সংরক্ষণ করলে খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।
২২. শুকিয়ে সংরক্ষণ করা খাদ্য সংরক্ষণের একটি আধুনিক পদ্ধতি।
২৩. বায়ুরোধী পাত্রে রাখলে শুকনা খাবার দীর্ঘদিন ভালো থাকে।
২৪. একটি আপেলকে কেটে খোলা জায়গায় রেখে দিলে সেটি খাদ্য সংরক্ষণের একটি ভালো উপায়।
২৫. রেফ্রিজারেটরের নিম্ন তাপমাত্রায় খাদ্য পচনকারী অণুজীব নিষ্ক্রিয় থাকে।
২৬. ফ্রিজের তাপমাত্রা বেশি থাকলে খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে।
২৭. কিউরিং পদ্ধতিতে শুধু লবণ ব্যবহার করা হয়, চিনি নয়।
২৮. লবণ দিয়ে মাছ সংরক্ষণকে 'আচার' বলা হয়।
২৯. ভিনেগার ব্যবহার করে চাল ও ডাল সংরক্ষণ করা হয়।
৩০. জ্যাম ও জেলি তৈরিতে চিনি সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

৩১. খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় বৃদ্ধি পায়।
৩২. খাদ্য সংরক্ষণ করলে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়।
৩৩. খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব শুধু পারিবারিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ, জাতীয় পর্যায়ে এর কোনো গুরুত্ব নেই।
৩৪. খাদ্য সংরক্ষণ না করলেও মৌসুমি ফল ও সবজি সারা বছর পাওয়া যায়।
৩৫. হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করার ফলে আমরা সারা বছর আলু খেতে পারি।
৩৬. ধান, ডাল, গম ইত্যাদি ফসল গুদামে সংরক্ষণ করে সারা বছর ব্যবহার করা হয়।
৩৭. কিউরিং বর্তমানে খাদ্য সংরক্ষণের খুব জনপ্রিয় পদ্ধতি।
৩৮. চিনি, ভিনেগার ও তেল ব্যবহার করে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করা যায়।

উত্তর ১. সত্য; ২. সত্য; ৩. মিথ্যা; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য; ৬. সত্য; ৭. সত্য; ৮. মিথ্যা; ৯. মিথ্যা; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. সত্য; ১৩. সত্য; ১৪. সত্য; ১৫. সত্য; ১৬. মিথ্যা; ১৭. মিথ্যা; ১৮. মিথ্যা; ১৯. মিথ্যা; ২০. মিথ্যা; ২১. মিথ্যা; ২২. মিথ্যা; ২৩. সত্য; ২৪. মিথ্যা; ২৫. সত্য; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. মিথ্যা; ২৯. মিথ্যা; ৩০. সত্য; ৩১. মিথ্যা; ৩২. সত্য; ৩৩. মিথ্যা; ৩৪. মিথ্যা; ৩৫. সত্য; ৩৬. সত্য; ৩৭. মিথ্যা; ৩৮. মিথ্যা।

চতুর্থ অধ্যায়) বয়ঃসন্ধিকাল

১. বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনের একটি জটিল পরিবর্তনের সময়।
২. বয়ঃসন্ধিকালে কেবল শারীরিক পরিবর্তন ঘটে।
৩. শৈশব বয়ঃসন্ধিকালের সঙ্গে সম্পর্কিত।
৪. বয়ঃসন্ধিকাল হলো বার্ধক্য থেকে যৌবনে পদার্পণের পর্যায়।
৫. ছেলে ও মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল একই সময়ে শুরু হয়।
৬. মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ৯ থেকে ১৫ বছর। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: চাঁদপুর সদর]*
৭. বয়ঃসন্ধিকালে শুধুমাত্র শারীরিক পরিবর্তন হয়, মানসিক কোনো পরিবর্তন হয় না।
৮. সাধারণত মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ৮ থেকে ১৩ বছর। *[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ পিটিআই সংস্থা পরীক্ষণ বিদ্যালয়]*
৯. বয়ঃসন্ধিকালে নিজের সিন্ধান্ত নিয়েই নিতে চাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।
১০. বয়ঃসন্ধিকালে ব্রণ উঠলে তা নিয়ে লজ্জা পাওয়া বা বিব্রত হওয়া উচিত।
১১. ছেলেদের দাড়ি-পৌফ ওঠা একটি অস্বাভাবিক পরিবর্তন।
১২. বয়ঃসন্ধিকাল হলো পরিণত হয়ে ওঠার একটি স্বাভাবিক ধাপ।
১৩. মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে রক্তক্ষরণ একটি রোগ এবং এটি হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।
১৪. বয়ঃসন্ধিকালের কোনো পরিবর্তনই লজ্জার বা ভয়ের বিষয় নয়, বরং এটি বড়ো হওয়ার একটি স্বাভাবিক অংশ।
১৫. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো নিয়ে মা-বাবা বা বড় ভাই-বোনের সাথে কথা বলা উচিত নয়।
১৬. বয়ঃসন্ধিকালের সকল পরিবর্তন সবার জন্য একই রকমভাবে হয়।
১৭. বয়ঃসন্ধিকালে সবার শারীরিক বৃদ্ধি একই হারে হয়।
১৮. বয়ঃসন্ধিকাল একটি সংবেদনশীল পর্যায়।
১৯. বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে যেমন পরিবর্তন আসে, তেমনি চিন্তা ও আচরণেও পরিবর্তন আসে।

২০. বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ভয় ও লজ্জা কাজ করে।
 ২১. ছেলেদের কঠোর বয়ঃসন্ধিকালে ভারী হতে পারে।
 ২২. মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়া একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।
 ২৩. বয়ঃসন্ধিকাল শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের সময়।
(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ সদর)
 ২৪. সব ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকাল একই বয়সে শুরু হয়।
 ২৫. বয়ঃসন্ধিকালে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা জরুরি।
 ২৬. নিয়মিত গোসল করা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অংশ।
 ২৭. নিরাপদ পানি পান স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
 ২৮. দূষিত পানি বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে।
 ২৯. বয়ঃসন্ধিকালে চর্বিযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
 ৩০. সুস্থ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো মোকাবেলা করা সহজ হয়।
 ৩১. বয়ঃসন্ধিকালে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবারের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই।
 ৩২. বয়ঃসন্ধিকালের দূত শারীরিক বৃদ্ধির জন্য শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবারের প্রয়োজন নেই।
 ৩৩. মলা ও ঢেলা মাছের মতো ছোট মাছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান থাকে।
 ৩৪. স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য বাইরের খাবার বর্জন করা উচিত।
 ৩৫. অতিরিক্ত ডাঙাপোড়া ও জাজ্ব ফুড বয়ঃসন্ধিকালের জন্য খুবই উপকারী।
 ৩৬. চিপস, বার্গার ও চকোলেটে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি থাকে।
 ৩৭. স্থূলতা ও হৃদপিণ্ডের রোগ থেকে বাঁচতে কোমল পানীয় বর্জন করা উচিত।
 ৩৮. ফাস্টফুড খেলেই শরীরের সব পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়।
 ৩৯. বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।
 ৪০. পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
 ৪১. পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের অংশ।
 ৪২. সুস্থ জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন।
- উত্তর ১.** মিথ্যা; ২. মিথ্যা; ৩. মিথ্যা; ৪. মিথ্যা; ৫. মিথ্যা; ৬. মিথ্যা; ৭. মিথ্যা; ৮. সত্য; ৯. সত্য; ১০. মিথ্যা; ১১. মিথ্যা; ১২. সত্য; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. মিথ্যা; ১৬. মিথ্যা; ১৭. মিথ্যা; ১৮. সত্য; ১৯. সত্য; ২০. সত্য; ২১. সত্য; ২২. মিথ্যা; ২৩. সত্য; ২৪. মিথ্যা; ২৫. সত্য; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. সত্য; ২৯. মিথ্যা; ৩০. সত্য; ৩১. মিথ্যা; ৩২. মিথ্যা; ৩৩. সত্য; ৩৪. সত্য; ৩৫. মিথ্যা; ৩৬. মিথ্যা; ৩৭. সত্য; ৩৮. মিথ্যা; ৩৯. সত্য; ৪০. সত্য; ৪১. সত্য; ৪২. সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়) পদার্থের গঠন

১. পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাই অণু। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পিটিআই সলোয় পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা)
২. মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হলো পরমাণু।
৩. Atom শব্দ ল্যাটিন "atomos" শব্দ থেকে এসেছে।
৪. পরমাণুকে খালি চোখে দেখা যায়।
৫. এক বা একাধিক পরমাণু মিলে অণু গঠন করে।
৬. অণুকে ভাগ করলে পরমাণু পাওয়া যায়।
৭. সকল পদার্থ একই ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত।
৮. সোডিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ।

৯. হাইড্রোজেনের অণুতে একটি মাত্র পরমাণু থাকে।
১০. মৌলিক পদার্থে একের অধিক ভিন্ন ধরনের পরমাণু পাওয়া যায়।
১১. লোহা একটি যৌগিক পদার্থ।
১২. আয়রন বা লোহার ক্ষুদ্রতম কণা হলো আয়রন পরমাণু।
১৩. পানির বৈশিষ্ট্য হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।
১৪. যৌগের গুণাগুণ তার উপাদান পরমাণুর গুণাগুণ থেকে ভিন্ন হতে পারে।
১৫. পদার্থের ৫টি ভৌত অবস্থা রয়েছে।
১৬. বরফ, পানি ও জলীয়বাষ্প একই পদার্থের ভিন্ন অবস্থা।
১৭. তরল পদার্থের অণুগুলো শক্তভাবে যুক্ত থাকে। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ৮৮ নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
১৮. পরমাণু পদার্থের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না।
১৯. পরমাণু এতই ক্ষুদ্র যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না।
২০. গ্যাসীয় পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন নেই।
২১. চানাচুর একটি অসমসত্ত্ব মিশ্রণ।
২২. বালি ও লোহার গুঁড়ার মিশ্রণ সমসত্ত্ব মিশ্রণ। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ পিটিআই সলোয় পরীক্ষণ বিদ্যালয়)
২৩. মিশ্রণের উপাদানগুলো তাদের নিজ নিজ ধর্ম হারিয়ে ফেলে।
২৪. তাপ দিয়ে লোহা ও বালির মিশ্রণ আলাদা করা একটি কার্যকর উপায়।
২৫. চুম্বক ব্যবহার করে চাল ও ডালের মিশ্রণ আলাদা করা যায়।
২৬. শরবত থেকে চুম্বক দিয়ে চিনি আলাদা করা সম্ভব।
২৭. ছাঁকনি দিয়ে চায়ের লিকার থেকে চা পৃথক করা যায়।
২৮. ধান ও ধানের চিটার মিশ্রণ থেকে ধান আলাদা করতে বাতাস ব্যবহার করা হয়।
২৯. বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগ করলে পানি চিনিতে পরিণত হয়।
৩০. বায়ু দূষণের ফলে আমাদের পাকস্থলীর রোগ হয়।
(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পাটসাইন্স, চট্টগ্রাম)
৩১. পরিবেশ দূষিত হলে মানুষের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না।
৩২. আবর্জনা কমানো পরিবেশকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।
৩৩. পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
৩৪. মিতব্যয়ী হওয়া পরিবেশ সংরক্ষণে সাহায্য করে।
৩৫. দাঁত ব্রাশ করার সময় পানির কল বন্ধ রাখা একটি ভালো অভ্যাস।
৩৬. পুরোনো কাপড় দিয়ে ঘর মোছার ন্যাকড়া বানানো এক ধরনের পুনর্ব্যবহার।
৩৭. সকল বস্তুই রিসাইকেল বা পুনঃপ্রক্রিয়া করা সম্ভব।
৩৮. প্লাস্টিকের বোতল রিসাইকেল করে নতুন বোতল তৈরি করা সম্ভব।
৩৯. একটি পুরোনো টায়ারকে দোলনা হিসেবে ব্যবহার করা হলো রিসাইকেল (Recycle)।

- উত্তর ১.** সত্য; ২. সত্য; ৩. মিথ্যা; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য; ৬. সত্য; ৭. মিথ্যা; ৮. সত্য; ৯. মিথ্যা; ১০. মিথ্যা; ১১. মিথ্যা; ১২. সত্য; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. মিথ্যা; ১৬. সত্য; ১৭. মিথ্যা; ১৮. মিথ্যা; ১৯. সত্য; ২০. সত্য; ২১. সত্য; ২২. মিথ্যা; ২৩. মিথ্যা; ২৪. মিথ্যা; ২৫. মিথ্যা; ২৬. মিথ্যা; ২৭. সত্য; ২৮. সত্য; ২৯. মিথ্যা; ৩০. মিথ্যা; ৩১. মিথ্যা; ৩২. সত্য; ৩৩. সত্য; ৩৪. সত্য; ৩৫. সত্য; ৩৬. সত্য; ৩৭. মিথ্যা; ৩৮. সত্য; ৩৯. মিথ্যা।



২০. বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ভয় ও লজ্জা কাজ করে।
 ২১. ছেলেদের কণ্ঠস্বর বয়ঃসন্ধিকালে ভারী হতে পারে।
 ২২. মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়া একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।
 ২৩. বয়ঃসন্ধিকাল শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের সময়।
(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ সদর)
 ২৪. সব ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকাল একই বয়সে শুরু হয়।
 ২৫. বয়ঃসন্ধিকালে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা জরুরি।
 ২৬. নিয়মিত গোসল করা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অংশ।
 ২৭. নিরাপদ পানি পান স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
 ২৮. দূষিত পানি বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে।
 ২৯. বয়ঃসন্ধিকালে চর্বিযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
 ৩০. সুস্থ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো মোকাবেলা করা সহজ হয়।
 ৩১. বয়ঃসন্ধিকালে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবারের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই।
 ৩২. বয়ঃসন্ধিকালের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির জন্য শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবারের প্রয়োজন নেই।
 ৩৩. মলা ও ঢেলা মাছের মতো ছোট মাছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান থাকে।
 ৩৪. স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য বাইরের খাবার বর্জন করা উচিত।
 ৩৫. অতিরিক্ত ভাজাপোড়া ও জাজক ফুড বয়ঃসন্ধিকালের জন্য খুবই উপকারী।
 ৩৬. চিপস, বার্গার ও চকোলেটে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি থাকে।
 ৩৭. স্থূলতা ও হৃদপিণ্ডের রোগ থেকে বাঁচতে কোমল পানীয় বর্জন করা উচিত।
 ৩৮. ফাস্টফুড খেলেই শরীরের সব পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়।
 ৩৯. বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।
 ৪০. পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
 ৪১. পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের অংশ।
 ৪২. সুস্থ জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন।
- উত্তর ১.** মিথ্যা; ২. মিথ্যা; ৩. মিথ্যা; ৪. মিথ্যা; ৫. মিথ্যা; ৬. মিথ্যা; ৭. মিথ্যা; ৮. সত্য; ৯. সত্য; ১০. মিথ্যা; ১১. মিথ্যা; ১২. সত্য; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. মিথ্যা; ১৬. মিথ্যা; ১৭. মিথ্যা; ১৮. সত্য; ১৯. সত্য; ২০. সত্য; ২১. সত্য; ২২. মিথ্যা; ২৩. সত্য; ২৪. মিথ্যা; ২৫. সত্য; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. সত্য; ২৯. মিথ্যা; ৩০. সত্য; ৩১. মিথ্যা; ৩২. মিথ্যা; ৩৩. সত্য; ৩৪. সত্য; ৩৫. মিথ্যা; ৩৬. মিথ্যা; ৩৭. সত্য; ৩৮. মিথ্যা; ৩৯. সত্য; ৪০. সত্য; ৪১. সত্য; ৪২. সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়) পদার্থের গঠন

১. পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাই অণু। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পিটিআই সলোয়া পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা)
২. মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হলো পরমাণু।
৩. Atom শব্দ ল্যাটিন "atomos" শব্দ থেকে এসেছে।
৪. পরমাণুকে খালি চোখে দেখা যায়।
৫. এক বা একাধিক পরমাণু মিলে অণু গঠন করে।
৬. অণুকে ভাগ করলে পরমাণু পাওয়া যায়।
৭. সকল পদার্থ একই ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত।
৮. সোডিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ।

৯. হাইড্রোজেনের অণুতে একটি মাত্র পরমাণু থাকে।
১০. মৌলিক পদার্থে একের অধিক ভিন্ন ধরনের পরমাণু পাওয়া যায়।
১১. লোহা একটি যৌগিক পদার্থ।
১২. আয়রন বা লোহার ক্ষুদ্রতম কণা হলো আয়রন পরমাণু।
১৩. পানির বৈশিষ্ট্য হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।
১৪. যৌগের গুণাগুণ তার উপাদান পরমাণুর গুণাগুণ থেকে ভিন্ন হতে পারে।
১৫. পদার্থের ৫টি ভৌত অবস্থা রয়েছে।
১৬. বরফ, পানি ও জলীয়বাষ্প একই পদার্থের ভিন্ন অবস্থা।
১৭. তরল পদার্থের অণুগুলো শক্তভাবে যুক্ত থাকে। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ৮৮ নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
১৮. পরমাণু পদার্থের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না।
১৯. পরমাণু এতই ক্ষুদ্র যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না।
২০. গ্যাসীয় পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন নেই।
২১. চানাচুর একটি অসমসত্ত্ব মিশ্রণ।
২২. বালি ও লোহার গুঁড়ার মিশ্রণ সমসত্ত্ব মিশ্রণ। (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: ময়মনসিংহ পিটিআই সলোয়া পরীক্ষণ বিদ্যালয়)
২৩. মিশ্রণের উপাদানগুলো তাদের নিজ নিজ ধর্ম হারিয়ে ফেলে।
২৪. তাপ দিয়ে লোহা ও বালির মিশ্রণ আলাদা করা একটি কার্যকর উপায়।
২৫. চুম্বক ব্যবহার করে চাল ও ডালের মিশ্রণ আলাদা করা যায়।
২৬. শরবত থেকে চুম্বক দিয়ে চিনি আলাদা করা সম্ভব।
২৭. ছাঁকনি দিয়ে চায়ের লিকার থেকে চা পৃথক করা যায়।
২৮. ধান ও ধানের চিটার মিশ্রণ থেকে ধান আলাদা করতে বাতাস ব্যবহার করা হয়।
২৯. বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগ করলে পানি চিনিতে পরিণত হয়।
৩০. বায়ু দূষণের ফলে আমাদের পাকস্থলীর রোগ হয়।
(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২৬: পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম)
৩১. পরিবেশ দূষিত হলে মানুষের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না।
৩২. আবর্জনা কমানো পরিবেশকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।
৩৩. পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
৩৪. মিতব্যয়ী হওয়া পরিবেশ সংরক্ষণে সাহায্য করে।
৩৫. দাঁত ব্রাশ করার সময় পানির কল বন্ধ রাখা একটি ভালো অভ্যাস।
৩৬. পুরোনো কাপড় দিয়ে ঘর মোছার ন্যাকড়া বানানো এক ধরনের পুনর্ব্যবহার।
৩৭. সকল বস্তুই রিসাইকেল বা পুনঃপ্রক্রিয়া করা সম্ভব।
৩৮. প্লাস্টিকের বোতল রিসাইকেল করে নতুন বোতল তৈরি করা সম্ভব।
৩৯. একটি পুরোনো টায়ারকে দোলনা হিসেবে ব্যবহার করা হলো রিসাইকেল (Recycle)।

- উত্তর ১.** সত্য; ২. সত্য; ৩. মিথ্যা; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য; ৬. সত্য; ৭. মিথ্যা; ৮. সত্য; ৯. মিথ্যা; ১০. মিথ্যা; ১১. মিথ্যা; ১২. সত্য; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. মিথ্যা; ১৬. সত্য; ১৭. মিথ্যা; ১৮. মিথ্যা; ১৯. সত্য; ২০. সত্য; ২১. সত্য; ২২. মিথ্যা; ২৩. মিথ্যা; ২৪. মিথ্যা; ২৫. মিথ্যা; ২৬. মিথ্যা; ২৭. সত্য; ২৮. সত্য; ২৯. মিথ্যা; ৩০. মিথ্যা; ৩১. মিথ্যা; ৩২. সত্য; ৩৩. সত্য; ৩৪. সত্য; ৩৫. সত্য; ৩৬. সত্য; ৩৭. মিথ্যা; ৩৮. সত্য; ৩৯. মিথ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়) শক্তির রূপান্তর

- শক্তি হলো কাজ করার সামর্থ্য।
- শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন হওয়াকে শক্তির রূপান্তর বলে।
- রাসায়নিক শক্তি খাদ্যে সংক্ষিপ্ত থাকে।
- বৈদ্যুতিক পাখায় গতিশক্তি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- খেলাধুলার সময় রাসায়নিক শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- সূর্য পৃথিবীর প্রধান শক্তির উৎস।
- সৌরপ্যানেল সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করতে পারে।
- বৈদ্যুতিক বাহুরে বিদ্যুৎশক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- বৈদ্যুতিক পাখা বিদ্যুৎশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তর করে।
- মোমবাতি জ্বলে রাসায়নিক শক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- শক্তির রূপান্তর ছাড়া কোনো যন্ত্র কাজ করে না।
- তাপ সব সময় নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুতে প্রবাহিত হয়।
- তাপ উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে প্রবাহিত হয়।
- পরিবহন পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থের মাধ্যমে তাপ সঞ্চারিত হয়।
- পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ কেবল তরল ও গ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।
- ধাতব বস্তুতে তাপ দ্রুত সঞ্চারিত হয়।
- কোনো বস্তুকে তাপ দিলে তার অণুগুলোর কম্পন কমে যায়।
- তরল পদার্থে তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়।
- বায়বীয় পদার্থে তাপ সঞ্চারনের প্রধান উপায় হলো পরিবহন।
- পরিচলন পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে।
- বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চারনের জন্য মাধ্যম অপরিহার্য।
- রোদে ভেজা কাপড় শুকাতে সূর্য থেকে পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত তাপ ব্যবহৃত হয়।
- শীতকালে আগুন পোহানোর সময় আমরা পরিবহন পদ্ধতিতে গরম অনুভব করি।
- চুলায় রান্না করার সময় তাপ পাত্রের মধ্য দিয়ে পরিবহন পদ্ধতিতে এবং পানির মধ্যে পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়।
- বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চারনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
- সূর্যের তাপ পৃথিবীতে পরিচলন পদ্ধতিতে পৌঁছে।
- শব্দশক্তি শূন্যস্থানে চলাচল করতে পারে।
- শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।
- রান্নার সময় জ্বালানির রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- বিদ্যুৎশক্তি থেকে শব্দশক্তি উৎপন্ন হতে পারে।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব কাজেই শক্তির রূপান্তর ঘটে।
- শক্তির অপচয় করলে ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সংকট দেখা দেবে না।
- শক্তির যথাযথ ব্যবহার ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

- অপ্রয়োজনে ফ্যান চলিয়ে রাখা শক্তির অপচয়।
 - অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস অক্ষুরত।
 - শক্তির পুনর্ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ বাড়ে।
 - কারখানার গরম ধোঁয়া ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা শক্তির পুনর্ব্যবহারের একটি উদাহরণ।
 - সৌরশক্তি ব্যবহার করে ব্যাটারি চার্জ দেওয়া যায়।
- উত্তর** ১. সত্য; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য; ৬. সত্য; ৭. সত্য; ৮. সত্য; ৯. সত্য; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. সত্য; ১৪. সত্য; ১৫. সত্য; ১৬. সত্য; ১৭. মিথ্যা; ১৮. মিথ্যা; ১৯. মিথ্যা; ২০. সত্য; ২১. মিথ্যা; ২২. মিথ্যা; ২৩. মিথ্যা; ২৪. সত্য; ২৫. সত্য; ২৬. মিথ্যা; ২৭. মিথ্যা; ২৮. সত্য; ২৯. সত্য; ৩০. সত্য; ৩১. সত্য; ৩২. মিথ্যা; ৩৩. সত্য; ৩৪. সত্য; ৩৫. মিথ্যা; ৩৬. মিথ্যা; ৩৭. সত্য; ৩৮. সত্য।

সপ্তম অধ্যায়) বলের ধারণা

- বল হলো কোনো বস্তুর ওপর ধাক্কা বা টান প্রয়োগ।
- বলের কারণে বস্তুর গতি পরিবর্তিত হতে পারে।
- বলের কারণে বস্তুর আকার পরিবর্তন হতে পারে।
- ঠেলাগাড়ি টানার সময় টান বল প্রয়োগ করা হয়।
- বেশি বল প্রয়োগ করলে ভারী বস্তু সহজে সরানো যায়।
- কম বল ও বেশি বলের কার্যকারিতা সব সময় একই হয়।
- বলের কারণে স্থির বস্তু গতিশীল হতে পারে।
- বলের কারণে গতিশীল বস্তু থেমে যেতে পারে।
- বল বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন করতে পারে না।
- পৃথিবী সব বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।
- পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাই মধ্যাকর্ষণ বল।
- সাইকেলের চাকায় তেল দিলে ঘর্ষণ কমে যায় এবং গতি বাড়ে।
- একটি বস্তুর পৃষ্ঠ যত অমসৃণ, ঘর্ষণ তত কম।
- ঘর্ষণের জন্য গাড়ির ইঞ্জিনে বেশি জ্বালানি লাগে।
- টাইলসের মসৃণ মেঝের চেয়ে মাটির রাস্তায় হাঁটা বেশি সুবিধাজনক।
- টায়ারে খাঁজ না থাকলে ভেজা রাস্তায় গাড়ি পিছলে যেতে পারে।
- সব জিনিস উপর থেকে ছেড়ে দিলে পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে নিচে পড়ে।
- মহাশূন্যে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর দিকে পড়বে।
- সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে মাধ্যাকর্ষণ বল আমাদের সাহায্য করে।
- পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে।
- একটি আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ার ঘটনাটি বিজ্ঞানী নিউটনকে কৌতুহলী করেছিল।
- একটি বস্তুকে তালু পথ বেয়ে গড়িয়ে নামালে মাধ্যাকর্ষণ বল তাকে সাহায্য করে।
- একটি চলন্ত ফুটবলকে পা দিয়ে থামালে তার উপর বল প্রয়োগ করা হয়।
- সরল যন্ত্র ব্যবহার করলে কাজ করার জন্য বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়।
- কাঁচি, হাতুড়ি, নেইল কাটার ইত্যাদি কোনো সরল যন্ত্র নয়।
- একটি লিভার ব্যবহার করে সবসময় কম পরিশ্রমে কাজ করা যায়।
- বস্তুকে সরাসরি তোলার চেয়ে হেলানো সমতলের মাধ্যমে তোলা সহজ।



২৮. মহাকর্ষ বল না থাকলে বস্তু মাটিতে পড়ত না।
২৯. চৌম্বক বল একটি অদৃশ্য বল।
৩০. দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
৩১. ঘর্ষণ বল চলন্ত বস্তুর গতির বিরোধিতা করে।
৩২. ঘর্ষণ না থাকলে হাঁটা সহজ হতো।
৩৩. সরল যন্ত্র কাজের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
৩৪. ঢালু তল একটি সরল যন্ত্র।
৩৫. কূপ থেকে পানি তোলার সময় কপিকল ব্যবহার করা হয়।
৩৬. লিভার এক ধরনের সরল যন্ত্র।
৩৭. কাঁচি লিভারের উদাহরণ।
৩৮. সরল যন্ত্র ব্যবহার করে কম শক্তি প্রয়োগে কাজ সহজে করা যায়।

উত্তর ১. সত্য; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. সত্য; ৬. মিথ্যা; ৭. সত্য; ৮. সত্য; ৯. মিথ্যা; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. সত্য; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. সত্য; ১৬. সত্য; ১৭. সত্য; ১৮. মিথ্যা; ১৯. মিথ্যা; ২০. সত্য; ২১. সত্য; ২২. সত্য; ২৩. সত্য; ২৪. মিথ্যা; ২৫. মিথ্যা; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. সত্য; ২৯. সত্য; ৩০. সত্য; ৩১. সত্য; ৩২. মিথ্যা; ৩৩. মিথ্যা; ৩৪. সত্য; ৩৫. সত্য; ৩৬. সত্য; ৩৭. সত্য; ৩৮. সত্য।

অষ্টম অধ্যায় ভূমিরূপ

১. নদী বয়ে নিয়ে আসা পলিমাটি দিয়ে ব-দ্বীপ গঠিত হয়।
২. পাহাড়ের উচ্চতা সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মিটার বা তার বেশি হয়।
৩. তিব্বত মালভূমি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মালভূমি।
৪. মালভূমিকে 'টেবিলল্যান্ড' বলা হয়।
৫. সমভূমি অঞ্চল সাধারণত খুব খাড়া বা ঢালু প্রকৃতির হয়ে থাকে।
৬. পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ পাহাড়ি এলাকায় বাস করতে পছন্দ করে।
৭. প্রাকৃতিক কারণে ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধারণত ধীরগতিতে হয়ে থাকে।
৮. ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের নদীগুলো নাব্যতা হারিয়েছে।
৯. মরু অঞ্চলে প্রবল বায়ুপ্রবাহের ফলে জমাকৃত বালুর স্তূপকে 'শেলশিরা' বলে।
১০. ভূমিকম্পের মতো আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে।
১১. মাটির নিচ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলন করলে ভূমিধসের ঝুঁকি কমে যায়।
১২. মাটিতে পানি ধরে রাখার জন্য ভূপৃষ্ঠে সৃষ্টি করা এবং বেশি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন।
১৩. পৃথিবীর বাইরের বা ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণকেই আমরা 'ভূমি' বলি।
১৪. আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলটি হলো একটি পানিশূন্য উর্বর কৃষিজমি।
১৫. পৃথিবীর মেরু অঞ্চলগুলো সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে।
১৬. পৃথিবীর স্থলভাগের ভূমিরূপকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।
১৭. বাংলাদেশের বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে পাহাড় দেখা যায়।
১৮. সমভূমি অঞ্চলে কৃষি উপযোগী উর্বর মাটি থাকায় ধান, গম ও পাটের উৎপাদন বেশি হয়।
১৯. আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে নদীভাঙন ঘটে।

২০. মহীসোপান ও মহীঢাল হলো সমুদ্রতলের ভূমিরূপ।
২১. বাঁধ নির্মাণ, বন ধ্বংস ও পাহাড় কাটা হলো ভূমিরূপ পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ।
২২. ভূমিকম্প খুব দ্রুত ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
২৩. ২০২১ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটেছিল।
২৪. মরু অঞ্চলে বালিয়াড়ি দেখা যায়।
২৫. সুনামি সাধারণত সাগরের তলদেশে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্টি হয়।
২৬. বনভূমি ধ্বংস করার ফলে বৃষ্টিপাত হ্রাস পায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
২৭. পাহাড়ি এলাকায় পাহাড় পুড়িয়ে জুম চাষ করার ফলে ভূমিধস বাড়ছে।
২৮. ইটের ভাটায় মাটি পোড়ানোর ফলে মাটির গুনাগুণ বৃদ্ধি পায়।
২৯. খরা যৌসুমে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়।
৩০. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে।

উত্তর ১. সত্য; ২. মিথ্যা; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. মিথ্যা; ৬. মিথ্যা; ৭. সত্য; ৮. সত্য; ৯. মিথ্যা; ১০. সত্য; ১১. মিথ্যা; ১২. সত্য; ১৩. সত্য; ১৪. মিথ্যা; ১৫. সত্য; ১৬. মিথ্যা; ১৭. সত্য; ১৮. সত্য; ১৯. মিথ্যা; ২০. সত্য; ২১. মিথ্যা; ২২. সত্য; ২৩. সত্য; ২৪. সত্য; ২৫. সত্য; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. মিথ্যা; ২৯. সত্য; ৩০. মিথ্যা।

নবম অধ্যায় পরিবেশ সংরক্ষণ

১. আমাদের চারপাশের মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা পশুপাখি ইত্যাদি উপাদান নিয়ে পরিবেশ গঠিত।
২. কলকারখানার বর্জ্য পরিবেশ দূষণ করতে পারে।
৩. পরিবেশ দূষিত হলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের ক্ষতি হয়।
৪. যেখানে সেখানে মল ত্যাগ এবং বর্জ্য ফেললে পরিবেশ দূষণ ঘটে।
৫. অতিরিক্ত হর্ন বাজানো শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে।
৬. ইট ভাটার ধোঁয়া পানি দূষণের উৎস।
৭. নদী-খালে আবর্জনা ফেললে পানি দূষণ ঘটে।
৮. পলিথিন পরিবেশের জন্য উপকারী।
৯. পানি দূষণের কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।
১০. বৃক্ষরোপণ পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে।
১১. কৃষি জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার পরিবেশ দূষণ ঘটায়।
১২. শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, ফুসফুস ক্যান্সার ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ।
১৩. মাটি দূষিত হলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।
১৪. পরিবেশ সংরক্ষণ শুধু সরকারের কাজ।
১৫. আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেললে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
১৬. মাটি দূষণের ফলে কেঁচো ও উপকারী জীবাণু মারা যায়।
১৭. শিল্পকারখানার ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে।
১৮. পরিবেশ দূষণ জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর।
১৯. মরু অঞ্চলে হিমবাহ দেখা যায়।
২০. গৃহস্থালির বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা উচিত।
২১. প্লাস্টিকের বর্জ্য সহজে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।
২২. পরিবেশ পরিষ্কার রাখা সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি।
২৩. কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় প্রভৃতি পানিবাহিত রোগ।

৫৪৮ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

২৪. বায়ুদূষণের কারণে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়।
২৫. নদী ও পুকুরের পানি দূষিত হলে জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
২৬. পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
২৭. পাছপালা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে।
২৮. গ্যাসীয় বর্জ্যকে সরাসরি বায়ুতে নির্গত করে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়।
২৯. পুনর্ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণে বাধার সৃষ্টি করে।

উত্তর ১. সত্য; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. সত্য; ৬. মিথ্যা; ৭. সত্য; ৮. মিথ্যা; ৯. মিথ্যা; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. সত্য; ১৪. মিথ্যা; ১৫. সত্য; ১৬. সত্য; ১৭. সত্য; ১৮. সত্য; ১৯. মিথ্যা; ২০. সত্য; ২১. মিথ্যা; ২২. সত্য; ২৩. সত্য; ২৪. সত্য; ২৫. সত্য; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. মিথ্যা; ২৯. মিথ্যা।

দশম অধ্যায়) পৃথিবীর গতি

১. সৌরজগতে পৃথিবী সবসময় স্থির অবস্থায় থাকে।
২. পৃথিবী একই সাথে নিজ অক্ষের চতুর্দিকে এবং সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে।
৩. সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান গ্রহের সংখ্যা মোট আটটি।
৪. পৃথিবীর আকর্ষিক গতির কারণে দিন ও রাত হয়।
৫. পৃথিবীর নিজ অক্ষের ওপর একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে।
৬. সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়লে রাত হয়।
৭. পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে ঋতু পরিবর্তন হয়।
৮. বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না।
৯. পৃথিবীর উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু ও কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক রেখাকে অক্ষরেখা বলে।
১০. সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে।
১১. পৃথিবীর আকৃতি মোটামুটি গোলাকার।
১২. বাংলাদেশ পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত।
১৩. জুন মাসে বাংলাদেশের ওপর সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে।
১৪. বাংলাদেশে বছরে ছয়টি ঋতু দেখা যায়।
১৫. গ্রীষ্মকালে বাতাস শুষ্ক থাকে।
১৬. শীতকালে দিন বড়ো এবং রাত ছোটো হয়।
১৭. বর্ষাকালে আকাশ সাধারণত মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
১৮. বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে বাতাস উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।
১৯. বর্ষাকালে আমাদের দেশের খাল-বিল পানিতে ভরপুর থাকে।
২০. শীতকালে বাংলাদেশে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়।
২১. গ্রীষ্মকালে পাতলা সূতি কাপড় পরা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
২২. শীতকালে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে উল্লের মোটা কাপড় পরা উচিত।
২৩. গ্রীষ্মকালে ঘরের বাইরে থেকে এসেই সাথে সাথে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খাওয়া উচিত।
২৪. বর্ষাকালে নিয়মিত হাত ধোয় এবং মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করা জরুরি।
২৫. বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির আচরণ একই রকম থাকে।
২৬. শীতকালে হালকা গরম পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
২৭. গ্রীষ্মকালে শিশুদের নিয়মিত গোসল করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি।

উত্তর ১. মিথ্যা; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. সত্য; ৬. মিথ্যা; ৭. সত্য; ৮. মিথ্যা; ৯. সত্য; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. সত্য; ১৬. মিথ্যা; ১৭. সত্য; ১৮. মিথ্যা; ১৯. সত্য; ২০. মিথ্যা; ২১. সত্য; ২২. সত্য; ২৩. মিথ্যা; ২৪. সত্য; ২৫. মিথ্যা; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য।

একাদশ অধ্যায়) জলবায়ু পরিবর্তন

১. আবহাওয়া প্রতিদিন বদলাতে পারে কিন্তু জলবায়ু ধীরে ধীরে বদলায়।
২. কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে।
৩. বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাত হলো জলবায়ুর উপাদান।
৪. বাংলাদেশে বছরের ছয়টি ঋতুর ভিন্নতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।
৫. থার্মোমিটারের সাহায্যে কোনো স্থানের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়।
৬. গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশ অঞ্চলে বায়ু দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।
৭. শীতকালে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প উড়ে আসে।
৮. নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয়।
৯. মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায় সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয়।
১০. সমতল অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ি এলাকার তাপমাত্রা সাধারণত বেশি থাকে।
১১. প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রা প্রায় ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পায়।
১২. সমুদ্র থেকে কোনো স্থানের দূরত্ব সেই স্থানের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে না।
১৩. বেলে মাটি কাদা মাটির তুলনায় ধীরে ধীরে গরম বা ঠান্ডা হয়।
১৪. বনভূমি কোনো এলাকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
১৫. পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলে।
১৬. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস।
১৭. জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড হলো গ্রিনহাউস গ্যাস।
১৮. জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।
১৯. পাছপালা বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে।
২০. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ডেঙ্গু, সর্দি ও ডায়রিয়া জাতীয় রোগের প্রকোপ বাড়ে।
২১. কালবৈশাখী ঝড় সাধারণত ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
২২. টর্নেডো হলো একটি শক্তিশালী এবং দ্রুত ঘূর্ণায়মান বায়ুপ্রবাহ।
২৩. বঙ্গোপসাগরে স্ট্রি নিম্নচাপের কারণে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সৃষ্টি হয়।

৫৪৮ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

২৪. বায়ুদূষণের কারণে স্বাস্থ্যকষ্টের সমস্যা হয়।
২৫. নদী ও পুকুরের পানি দূষিত হলে জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
২৬. পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
২৭. গাছপালা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে।
২৮. গ্যাসীয় বর্জ্যকে সরাসরি বায়ুতে নির্গত করে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়।
২৯. পুনর্ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণে বাধার সৃষ্টি করে।

উত্তর ১. সত্য; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. সত্য; ৬. মিথ্যা; ৭. সত্য; ৮. মিথ্যা; ৯. মিথ্যা; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. সত্য; ১৪. মিথ্যা; ১৫. সত্য; ১৬. সত্য; ১৭. সত্য; ১৮. সত্য; ১৯. মিথ্যা; ২০. সত্য; ২১. মিথ্যা; ২২. সত্য; ২৩. সত্য; ২৪. সত্য; ২৫. সত্য; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য; ২৮. মিথ্যা; ২৯. মিথ্যা।

দশম অধ্যায়) পৃথিবীর গতি

১. সৌরজগতে পৃথিবী সবসময় স্থির অবস্থায় থাকে।
২. পৃথিবী একই সাথে নিজ অক্ষের চতুর্দিকে এবং সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে।
৩. সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান গ্রহের সংখ্যা মোট আটটি।
৪. পৃথিবীর আক্ষিক গতির কারণে দিন ও রাত হয়।
৫. পৃথিবীর নিজ অক্ষের ওপর একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২৪ ঘন্টা সময় লাগে।
৬. সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়লে রাত হয়।
৭. পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে ঋতু পরিবর্তন হয়।
৮. বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না।
৯. পৃথিবীর উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু ও কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে কালনিক রেখাকে অক্ষরেখা বলে।
১০. সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা সময় লাগে।
১১. পৃথিবীর আকৃতি মোটামুটি গোলাকার।
১২. বাংলাদেশ পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত।
১৩. জুন মাসে বাংলাদেশের ওপর সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে।
১৪. বাংলাদেশে বছরে ছয়টি ঋতু দেখা যায়।
১৫. গ্রীষ্মকালে বাতাস শুষ্ক থাকে।
১৬. শীতকালে দিন বড়ো এবং রাত ছোটো হয়।
১৭. বর্ষাকালে আকাশ সাধারণত মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
১৮. বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে বাতাস উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।
১৯. বর্ষাকালে আমাদের দেশের খাল-বিল পানিতে ভরপুর থাকে।
২০. শীতকালে বাংলাদেশে সূর্য-লম্বভাবে কিরণ দেয়।
২১. গ্রীষ্মকালে পাতলা সূতি কাপড় পরা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
২২. শীতকালে-ঠান্ডা থেকে বাঁচতে উলের মোটা কাপড় পরা উচিত।
২৩. গ্রীষ্মকালে ঘরের বাইরে থেকে এসেই সাথে সাথে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খাওয়া উচিত।
২৪. বর্ষাকালে নিয়মিত হাত ধোয় এবং মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করা জরুরি।
২৫. বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির আচরণ একই রকম থাকে।
২৬. শীতকালে হালকা গরম পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
২৭. গ্রীষ্মকালে শিশুদের নিয়মিত গোসল করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি।

উত্তর ১. মিথ্যা; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. সত্য; ৬. মিথ্যা; ৭. সত্য; ৮. মিথ্যা; ৯. সত্য; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. সত্য; ১৬. মিথ্যা; ১৭. সত্য; ১৮. মিথ্যা; ১৯. সত্য; ২০. মিথ্যা; ২১. সত্য; ২২. সত্য; ২৩. মিথ্যা; ২৪. সত্য; ২৫. মিথ্যা; ২৬. সত্য; ২৭. সত্য।

একাদশ অধ্যায়) জলবায়ু পরিবর্তন

১. আবহাওয়া প্রতিদিন বদলাতে পারে কিন্তু জলবায়ু ধীরে ধীরে বদলায়।
২. কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে।
৩. বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাত হলো জলবায়ুর উপাদান।
৪. বাংলাদেশে বছরের ছয়টি ঋতুর ভিন্নতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।
৫. থার্মোমিটারের সাহায্যে কোনো স্থানের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়।
৬. গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশ অঞ্চলে বায়ু দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।
৭. শীতকালে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প উড়ে আসে।
৮. নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে সূর্য ঝাড়াভাবে কিরণ দেয়।
৯. মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায় সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয়।
১০. সমতল অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ি এলাকার তাপমাত্রা সাধারণত বেশি থাকে।
১১. প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রা প্রায় ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পায়।
১২. সমুদ্র থেকে কোনো স্থানের দূরত্ব সেই স্থানের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে না।
১৩. বেলে মাটি কাদা মাটির তুলনায় ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলে।
১৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস।
১৫. জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড হলো গ্রিনহাউস গ্যাস।
১৬. জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।
১৭. গাছপালা বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে।
২০. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ডেঙ্গু, সর্দি ও ডায়রিয়া জাতীয় রোগের প্রকোপ বাড়ে।
২১. কালবৈশাখী ঝড় সাধারণত ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
২২. টর্নেডো হলো একটি শক্তিশালী এবং দ্রুত ঘূর্ণায়মান বায়ুপ্রবাহ।
২৩. বঙ্গোপসাগরে স্ট্রি নিম্নচাপের কারণে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সৃষ্টি হয়।

২৪. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের নিচ উপকূলীয় অঞ্চলগুলো পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।
২৫. নদীর পলি জমে গভীরতা কমে যাওয়ার কারণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়।
২৬. ঝরা বা অতিবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
২৭. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘরবাড়ি হারানো মানুষদের 'জলবায়ু শরণার্থী' বলা হয়।
২৮. গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো সম্ভব।
২৯. সৌরবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুৎ হলো অনবায়নযোগ্য শক্তির উদাহরণ।
৩০. বন্যার পানি থেকে মুক্ত থাকতে উঁচু মাচার ওপর ঘর তৈরি করা একটি জলবায়ু অভিযোজন কৌশল।

উত্তর ১. সত্য; ২. মিথ্যা; ৩. সত্য; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য; ৬. সত্য; ৭. মিথ্যা; ৮. সত্য; ৯. সত্য; ১০. মিথ্যা; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. মিথ্যা; ১৪. সত্য; ১৫. সত্য; ১৬. মিথ্যা; ১৭. সত্য; ১৮. মিথ্যা; ১৯. সত্য; ২০. সত্য; ২১. মিথ্যা; ২২. সত্য; ২৩. সত্য; ২৪. সত্য; ২৫. সত্য; ২৬. মিথ্যা; ২৭. সত্য; ২৮. সত্য; ২৯. মিথ্যা; ৩০. সত্য।

দ্বাদশ অধ্যায়) আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

১. আদিমযুগে মানুষ হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করত।
২. চাকা আবিষ্কারের পর থেকে মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসেনি।
৩. আধুনিককালে মেট্রো রেল হলো যাতায়াত প্রযুক্তির একটি উদাহরণ।
৪. প্রযুক্তির উন্নয়ন আমাদের জীবনযাত্রার মানকে অনুরূপ করেছে।
৫. প্রাচীনকালে কবুতরের সাহায্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হতো।
৬. আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্যে ইমেইল, ফেসবুক ও মেসেঞ্জার উল্লেখযোগ্য।
৭. কলম ও কাগজ আবিষ্কারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রযুক্তির বিকাশ শুরু হয়।
৮. কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই পড়াশোনা করতে পারে।
৯. স্টেথোস্কোপ ও থার্মোমিটার হলো চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তি।
১০. এক্স-রে এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়।
১১. জটিল অস্ত্রোপচারে রোবোটের ব্যবহার চিকিৎসা প্রযুক্তির একটি নতুন ধাপ।
১২. আধুনিককালে চিকিৎসকদের উন্নত মানের প্রশিক্ষণের জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়।
১৩. ড্রোনের সাহায্যে জরুরি ওষুধ ও রক্ত সহজে রোগীদের কাছে পৌঁছানো যায়।
১৪. লাঙল ও কান্ডে হলো আধুনিক কালের সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি।
১৫. জমিতে পানি দেওয়ার জন্য সেচ পাম্প ব্যবহার করা হয়।
১৬. ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বিশ্লেষণ এবং রোগবলাই শনাক্ত করা সম্ভব।
১৭. ছাদে বা টবে বাগান করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বৃষ্টিমজা কোনো সাহায্য করতে পারে না।
১৮. জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে ক্ষতিকর ও কম পুষ্টিসম্পন্ন ফসল তৈরি করা হয়।
১৯. এক সময় খেলাধুলার প্রচার ও বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল রেডিও।

২০. স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা ঘরে বসে বিশ্বের যেকোনো জায়গার খেলা সরাসরি দেখতে পারি।
২১. কম্পিউটার বা স্ক্রিনের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকলে চোখের ক্লান্তি বা মাথাব্যথা হতে পারে।
২২. মোশন সিকেনেস বা ক্লান্তি এড়াতে ৩০-৬০ মিনিট পর পর বিরতি নেওয়া উচিত।
২৩. চোখের ক্ষতি এড়াতে বিশেষ কন্টাক্ট লেন্স বা প্রি-ডি (3D) চশমা ব্যবহার করা যেতে পারে।
২৪. অটোমেশনের মাধ্যমে কারখানায় মানুষের স্পর্শ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা সম্ভব।
২৫. ড্রোন হলো এক ধরনের চালকবিহীন উড়ন্ত রোবট।
২৬. একটি ড্রোনের খুব কাছাকাছি অন্য আরেকটি ড্রোন চালানো নিরাপদ।
২৭. কম্পিউটারের প্রধান অংশ হলো ৩টি।
২৮. কিবোর্ড, মাউস এবং স্ক্যানার হলো কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস।
২৯. সিপিইউ (CPU) হলো কম্পিউটারের মেমোরি ইউনিট।
৩০. র‍্যাম (RAM) হলো অস্থায়ী মেমোরি এবং র‍ম (ROM) হলো স্থায়ী মেমোরি।

উত্তর ১. সত্য; ২. মিথ্যা; ৩. সত্য; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য; ৬. সত্য; ৭. সত্য; ৮. সত্য; ৯. সত্য; ১০. সত্য; ১১. সত্য; ১২. সত্য; ১৩. সত্য; ১৪. মিথ্যা; ১৫. সত্য; ১৬. সত্য; ১৭. মিথ্যা; ১৮. মিথ্যা; ১৯. সত্য; ২০. সত্য; ২১. সত্য; ২২. সত্য; ২৩. সত্য; ২৪. সত্য; ২৫. সত্য; ২৬. মিথ্যা; ২৭. মিথ্যা; ২৮. সত্য; ২৯. মিথ্যা; ৩০. সত্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়) সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

১. কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন এখন আমাদের জীবনের অপরিহার্য সহায়তাকারী।
২. কম্পিউটারে ছবি আঁকার জন্য 'পেইন্ট' (Paint) প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়।
৩. পেইন্ট প্রোগ্রামে ছবি সংরক্ষণ করার জন্য 'File' মেনু থেকে 'Save As' মেনুতে যেতে হয়।
৪. ছবি সংরক্ষণের সময় শুধুমাত্র পিডিএফ (PDF) ফরম্যাটেই ছবি সেভ করা যায়।
৫. কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করার জন্য সাধারণত ওয়ার্ড (Word) প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়।
৬. অ্যাপ এর মাধ্যমে কোনো অজানা স্থানের দূরত্ব ও পথ চিহ্নিত করা যায়।
৭. সোশ্যাল মিডিয়া, চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয়।
৮. সীমান্ত প্রহরার কাজে ড্রোন ব্যবহার করা হয়।
৯. স্যাটেলাইটের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
১০. খাবার গরম করা এবং কেক-বিস্কুট তৈরির কাজে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়।
১১. শিক্ষার্থীদের ইউনিক আইডি খোলার কাজে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয়।
১২. স্ক্র্যাচে কোনো নতুন ভ্যারিয়েবল (Variable) তৈরি করার সুযোগ নেই।
১৩. বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করা হয়েছে।
১৪. প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বা বাস্তব প্রয়োগ।

৫৫০ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

১৫. বাঙ্গালী ইঞ্জিনের আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে কলকারখানা ও রেলগাড়ি চালিয়েছেন।
১৬. স্ক্র্যাচ (Scratch) একটি প্রোগ্রামিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে যৌক্তিক নির্দেশনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায়।
১৭. স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামের কোড এলাকায় 'Events'-এর অধীনে কোনো নির্দেশনা ব্লক থাকে না।
১৮. বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনা-সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায়।
১৯. প্রযুক্তি হলো মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহার ও প্রযুক্তি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়।
২০. বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সময় কোনো ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন না।
২১. জাতীয় জরুরি সেবা পাওয়ার জন্য ৯৯৯ (৯৯৯) নম্বরে কল করতে হয়।
২২. সরকারি আইনগত সহায়তার জন্য জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর হলো ৩৩৩।
২৩. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ তথ্যের জন্য কল সেন্টারের নম্বর হলো ১৬১০৮।

২৪. জাতীয় জরুরি সেবা বা ফায়ার সার্ভিসের সাহায্য পাওয়ার জন্য ৩৩৩ নম্বরে কল করতে হয়।
২৫. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য ১৬২৬৩ নম্বরে কল করতে হয়।
২৬. কল সেন্টারের অপরিচিত কোনো সেবাদানকারীকে নিজের ব্যক্তিগত গোপন পাসওয়ার্ড দেওয়া নিরাপদ।
২৭. মোবাইল বা কম্পিউটার অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে।
২৮. নিজের ইমেইল, ফেসবুক বা ডিভাইসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাসওয়ার্ড গোপন রাখা জরুরি।
২৯. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো তথ্য যাচাই করে লাইক, কमेंট ও শেয়ার করতে হবে।

উত্তর ১. সত্য; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য; ৬. সত্য; ৭. সত্য; ৮. সত্য; ৯. সত্য; ১০. মিথ্যা; ১১. সত্য; ১২. মিথ্যা; ১৩. সত্য; ১৪. সত্য; ১৫. সত্য; ১৬. সত্য; ১৭. মিথ্যা; ১৮. সত্য; ১৯. মিথ্যা; ২০. মিথ্যা; ২১. সত্য; ২২. মিথ্যা; ২৩. মিথ্যা; ২৪. মিথ্যা; ২৫. সত্য; ২৬. মিথ্যা; ২৭. সত্য; ২৮. সত্য; ২৯. সত্য।

সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— অধ্যায় ১: ২, ৩, ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৬; অধ্যায় ২: ২, ৩, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৫; অধ্যায় ৩: ২, ৫, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪১; অধ্যায় ৪: ১, ২, ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৭; অধ্যায় ৬: ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৮; অধ্যায় ৭: ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৪, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৬; অধ্যায় ৮: ২, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০; অধ্যায় ৯: ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯; অধ্যায় ১০: ১, ২, ৪, ৬, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৭; অধ্যায় ১১: ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০; অধ্যায় ১২: ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০; অধ্যায় ১৩: ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৪, ২৫।

নিজেকে যাচাই করি: সত্য-মিথ্যা নির্ণয়

বৃত্তি পরীক্ষায় সাক্ষ্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ২-এ তোমার প্রকৃতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ সত্য-মিথ্যা নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. একটি খাদ্যশৃঙ্খলে ঘাসফড়িং হলো উৎপাদক।
২. মলা ও ঢেলা মাছের মতো ছোট মাছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান থাকে।
৩. কাঁচের বোতল গলিয়ে নতুন কাঁচের জিনিস তৈরি করাতে পুনঃপ্রক্রিয়া বলে।
৪. সূর্য থেকে বিকিরণ পৃথিবীতে তাপ ও আলো পৃথিবীতে আসে।
৫. কীবোর্ড ও মাউস হলো আউটপুট ইউনিটের উদাহরণ।

সেট ২ সত্য-মিথ্যা নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. দূরবীক্ষণ যন্ত্র একটি প্রযুক্তি যা বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহার করেন।
২. এসেসিং ইউনিটকে কম্পিউটারের স্মৃতি বা মেমোরি বলা হয়।
৩. কম্পোস্ট সার তৈরিতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।
৪. ধনুঁজ্জ্বার বা টিটেনাস একটি পানিবাহিত রোগ।
৫. রোদে শুকিয়ে চাল ও ডাল সংরক্ষণ করা হয়।

সেট ৩ সত্য-মিথ্যা নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের চামড়ার নিচে চর্বি কোমল হয়।
২. সবজি ও ফলমূল ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎস।
৩. বাঙ্গালীজন প্রক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগ করলে পানি চিনিতে পরিণত হয়।

৪. হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য র‍্যাম্প বা হেলানো সমতল আবশ্যিক।
৫. শীতকালে মশার উপদ্রব সবচেয়ে বেশি থাকে।

সেট ৪ সত্য-মিথ্যা নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. প্রযুক্তির কারণে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।
২. স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ছাড়া সরাসরি খেলা সম্প্রচার করা সম্ভব।
৩. তরল পদার্থে তাপ পরিবহন পৃথিবীতে সঞ্চারিত হয়।
৪. নিয়মিত সুস্থ খাদ্য গ্রহণ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৫. কিছু উদ্ভিদ শীতকালে পানি শূন্যতা থেকে বাঁচতে পাতা ঝরিয়ে দেয়।

সেট ৫ সত্য-মিথ্যা নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. সুন্দরবনের মাটি ভেজা হওয়ায় সুন্দরী গাছে মূলের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন অভাব হয়।
২. প্রতিদিন সূর্যের আলোতে গেলে রোগবলাই কম হয়।
৩. সোলার প্যানেল বিদ্যুৎ শক্তিকে সৌরশক্তিতে রূপান্তর করে।
৪. কৃপ থেকে পানি ডোলায় জন্য কৃষিকল ব্যবহার করলে কাজটি কঠিন হয়ে যায়।
৫. এজারে প্রযুক্তি ব্যবহার করে শরীরের ভিতরের ছবি তোলা যায়।

উত্তরমালা: নিজে করে যাচাই করি

সেট ১ | ১. মিথ্যা; ২. সত্য; ৩. সত্য; ৪. সত্য; ৫. মিথ্যা। | সেট ২ | ১. সত্য; ২. মিথ্যা; ৩. মিথ্যা; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য। | সেট ৩ | ১. মিথ্যা; ২. সত্য; ৩. মিথ্যা; ৪. সত্য; ৫. মিথ্যা। | সেট ৪ | ১. মিথ্যা; ২. মিথ্যা; ৩. মিথ্যা; ৪. সত্য; ৫. সত্য। | সেট ৫ | ১. সত্য; ২. সত্য; ৩. মিথ্যা; ৪. মিথ্যা; ৫. সত্য।

বাম-ডান মিলকরণ

প্রথম অধ্যায় জীবের আবাসস্থল

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বনজ আবাসস্থল	মরুভূমির উদ্ভিদ।
খ. লাইকেন ও কটন গ্রাস	রাতারগুল।
গ. ল্যামিনারিয়া ও সারগাসাম	মরুজ পরিবেশ।
ঘ. স্বাদু পানির জলাভূমি	লোনা পানির উদ্ভিদ।
ঙ. ক্যাকটাস ও গুল্ম	মেবু উদ্ভিদ।
	সুন্দরবন।
	সামুদ্রিক শৈবাল।

উত্তর ক. বনজ আবাসস্থল সুন্দরবন; খ. লাইকেন ও কটন গ্রাস মেবু উদ্ভিদ; গ. ল্যামিনারিয়া ও সারগাসাম সামুদ্রিক শৈবাল; ঘ. স্বাদু পানির জলাভূমি রাতারগুল; ঙ. ক্যাকটাস ও গুল্ম মরুভূমির উদ্ভিদ।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. সমুদ্রের পানি	মরুজ পরিবেশের উদ্ভিদ।
খ. স্থলজ আবাসস্থলের মধ্যে প্রধান	স্থলজ উদ্ভিদ।
গ. ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য থাকে	শুষ্ক ও লবণাক্ত।
ঘ. কচুরিপানার ফাঁপা অংশ	বনজ পরিবেশ।
ঙ. শরীরে পানি ও খাদ্য সংরক্ষণ করে	লবণাক্ত।
	তৃণভূমিতে।
	বায়ুকুঠুরি।

উত্তর ক. সমুদ্রের পানি লবণাক্ত; খ. স্থলজ আবাসস্থলের মধ্যে প্রধান বনজ পরিবেশ; গ. ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য থাকে তৃণভূমিতে; ঘ. কচুরিপানার ফাঁপা অংশ বায়ুকুঠুরি। ঙ. শরীরে পানি ও খাদ্য সংরক্ষণ করে মরুজ পরিবেশের উদ্ভিদ।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. নোনা পানির জলাভূমি	মরুভূমি।
খ. সামুদ্রিক ঘাস	ল্যামিনারিয়া।
গ. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি	সুন্দরবন।
ঘ. কলমি ও হেলেঙ্কা	হ্যালোডিউল।
ঙ. বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস ও গুল্ম	জলাভূমি।
	হাতির আবাসস্থল।
	জলজ

উত্তর ক. নোনা পানির জলাভূমি সুন্দরবন; খ. সামুদ্রিক ঘাস হ্যালোডিউল; গ. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি হাতির আবাসস্থল; ঘ. কলমি ও হেলেঙ্কা জলাভূমি। ঙ. বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস ও গুল্ম মরুভূমি।

সেট-৪

বাম	ডান
ক. মরুজ আবাসস্থলের প্রাণী	নদী, পুকুর।
খ. স্যাঁতস্যাঁতে ও ভেজা স্থানে জন্মে	সান্তা ও বাঘ।
গ. মরুজ পরিবেশে উদ্ভিদের	হ্যালোডিউল, সারগাসাম।
ঘ. জলজ আবাসস্থল	উট ও সান্তা।
ঙ. মেবু অঞ্চলের উদ্ভিদ	মস ও ফার্ন।
	পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়।
	আকটিক উইলো।

উত্তর ক. মরুজ আবাসস্থলের প্রাণী উট ও সান্তা; খ. স্যাঁতস্যাঁতে ও ভেজা স্থানে জন্মে মস ও ফার্ন; গ. মরুজ পরিবেশে উদ্ভিদের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়; ঘ. জলজ আবাসস্থল নদী, পুকুর। ঙ. মেবু অঞ্চলের উদ্ভিদ আকটিক উইলো।

দ্বিতীয় অধ্যায় জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. মাটি, পানি	কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োজন।
খ. উদ্ভিদের শ্বাসকার্যে প্রয়োজন	৫০-৭০%।
গ. সবুজ উদ্ভিদের দেহে পানির পরিমাণ	বীজের বিস্তরণ।
ঘ. ফলের বীজ ছড়িয়ে পড়া	অক্সিজেন।
ঙ. উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে প্রয়োজন	৭০-৯০%।
	জড় বস্তু।
	সূর্যের আলো।

উত্তর ক. মাটি, পানি জড় বস্তু; খ. উদ্ভিদের শ্বাসকার্যে প্রয়োজন অক্সিজেন; গ. সবুজ উদ্ভিদের দেহে পানির পরিমাণ ৭০-৯০%; ঘ. ফলের বীজ ছড়িয়ে পড়া বীজের বিস্তরণ; ঙ. উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে প্রয়োজন সূর্যের আলো।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. বীজ সরাসরি অঙ্কুরোদগম হয় না	প্রস্বেদন।
খ. উদ্ভিদের পরাগায়ন	সার।
গ. প্রাণীর হাড়ের গুড়া থেকে তৈরি হয়	বট, পাকুর।
ঘ. উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া	মরুজ উদ্ভিদ।
ঙ. উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচে	সালোকসংশ্লেষণ।
	প্রাণীর উপর নির্ভরশীল।
	জড় উপাদানে পরিণত হয়।

৫৫২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

উত্তর ক. বীজ সরাসরি অঙ্কুরোদগম হয় না বট, পাকুর; খ. উদ্ভিদের পরাগায়ন প্রাণীর উপর নির্ভরশীল; গ. প্রাণীর হাড়ের গুড়া থেকে তৈরি হয় সার; ঘ. উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষণ; ঙ. উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচে জড় উপাদানে পরিণত হয়।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. সবুজ উদ্ভিদ	সূর্য।
খ. উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ	বহুমুখী।
গ. শক্তির প্রধান উৎস	প্রথম স্তরের খাদক।
ঘ. খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি স্তর	দ্বিতীয় স্তরের খাদক।
ঙ. সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি	খাদ্যস্রব।
	উৎপাদক।
	সৌরশক্তি।

উত্তর ক. সবুজ উদ্ভিদ উৎপাদক; খ. উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ প্রথম স্তরের খাদক; গ. শক্তির প্রধান উৎস সূর্য; ঘ. খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি স্তর খাদ্যস্রব; ঙ. সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি সৌরশক্তি।

(সেট ৪)

বাম	ডান
ক. অধিকাংশ তৃতীয় স্তরের খাদক	প্রথম স্তরের খাদক।
খ. নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না	পর্যায়ন।
গ. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উপজাত	ব্যাঙ।
ঘ. উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটায়	কার্বন ডাইঅক্সাইড।
ঙ. সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে	মাংসভোজী।
	অক্সিজেন।
	খাদক।

উত্তর ক. অধিকাংশ তৃতীয় স্তরের খাদক মাংসভোজী; খ. নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না খাদক; গ. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উপজাত অক্সিজেন; ঘ. উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটায় পরাণায়ন; ঙ. সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রথম স্তরের খাদক।

(তৃতীয় অধ্যায়) খাদ্য

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. ভিটামিন ও খনিজ লবণ	সুষম খাদ্য।
খ. মাংস, দুধ, ডিম	শর্করা।
গ. ঘি, মাখন	ভিটামিন।
ঘ. মস্তিস্কের সুস্থতা	শাকসবজি ও ফলমূল।
ঙ. ভাত, রুটি	আমিষ উৎস।
	তেল ও চর্বি।
	ওষুধ।

উত্তর ক. ভিটামিন ও খনিজ লবণ শাকসবজি ও ফলমূল; খ. মাংস, দুধ, ডিম আমিষ উৎস; গ. ঘি, মাখন তেল ও চর্বি; ঘ. মস্তিস্কের সুস্থতা সুষম খাদ্য। ঙ. ভাত, রুটি শর্করা।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. ভাত, আলু	৪-৫ ঘণ্টা।
খ. শিশুর সঠিক শারীরিক বৃদ্ধি	ডিম, মাছ।
গ. দুপুরের খাবার গ্রহণের সঠিক সময়	সুষম খাদ্য।
ঘ. খাবার হজমে সময় লাগে	বেলা সাড়ে ১২ টা থেকে ১টা
ঙ. শরীরে শক্তি দেয়	৩-৪ ঘণ্টা।
	রাত নয়টা।
	শর্করা।

উত্তর ক. ভাত, আলু শর্করা; খ. শিশুর সঠিক শারীরিক বৃদ্ধি সুষম খাদ্য; গ. দুপুরের খাবার গ্রহণের সঠিক সময় বেলা সাড়ে ১২ টা থেকে ১টা; ঘ. খাবার হজমে সময় লাগে ৩-৪ ঘণ্টা। ঙ. শরীরে শক্তি দেয় ডিম, মাছ।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. খাদ্যের পচন রোধ	কিউরিং।
খ. ধান, সরিষা, গম সংরক্ষণ	খাদ্য।
গ. লবণ দ্বারা সংরক্ষণ	ফ্রিজিং।
ঘ. মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা	বস্ত্র।
ঙ. মাছ, মাংস সংরক্ষণ	খাদ্য সংরক্ষণ।
	রোদে শুকিয়ে।
	ফ্রিজ।

উত্তর ক. খাদ্যের পচন রোধ খাদ্য সংরক্ষণ; খ. ধান, সরিষা, গম সংরক্ষণ রোদে শুকিয়ে; গ. লবণ দ্বারা সংরক্ষণ কিউরিং; ঘ. মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা খাদ্য। ঙ. মাছ, মাংস, সংরক্ষণ ফ্রিজ।

(সেট ৪)

বাম	ডান
ক. দেহ সুস্থ রাখতে প্রয়োজন	সকাল ১০ টার মধ্যে।
খ. শীতকালীন সবজি	সহজপাচ্য খাবার।
গ. বিভিন্ন ধরনের মসলা	সুষম খাদ্য।
ঘ. বাড়িতে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ	রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ।
ঙ. রাতে খাওয়া ভালো	৪°-১৮° সে. তাপমাত্রায়।
	আলু।
	তেলে ভিজিয়ে সংরক্ষণ।

উত্তর ক. দেহ সুস্থ রাখতে প্রয়োজন সুষম খাদ্য; খ. শীতকালীন সবজি আলু; গ. বিভিন্ন ধরনের মসলা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ; ঘ. বাড়িতে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ ৪°-১৮° সে. তাপমাত্রায়। ঙ. রাতে খাওয়া ভালো সহজপাচ্য খাবার।

চতুর্থ অধ্যায়) বয়ঃসন্ধিকাল

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল	মন ভালো রাখে
খ. বাল্যকাল থেকে কৈশোরে পা রাখার পর্যায়	৬ ঘণ্টা
গ. দৈনিক ঘুমানো উচিত কমপক্ষে	বয়ঃসন্ধিকাল
ঘ. পরিষ্কার পোশাক	৯-১৫ বছর
ঙ. ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল	৮ ঘণ্টা
	৮-১৩ বছর
	৮-১৫ বছর

উত্তর ক. মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ৮-১৩ বছর; খ. বাল্যকাল থেকে কৈশোরে পা রাখার পর্যায় বয়ঃসন্ধিকাল; গ. দৈনিক ঘুমানো উচিত কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা; ঘ. পরিষ্কার পোশাক মন ভালো রাখে। ঙ. ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল ৯-১৫ বছর।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটে	জাঙ্ক ফুড
খ. বয়ঃসন্ধিকালে প্রয়োজন	ডাল
গ. নিরাপদ পানির অপর নাম	বুট
ঘ. প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার	বয়ঃসন্ধিকালে
ঙ. জাঙ্ক ফুড	সুষম খাদ্য প্রয়োজন
	জীবন
	বার্গার, চিপস্

উত্তর ক. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটে বয়ঃসন্ধিকালে; খ. বয়ঃসন্ধিকালে প্রয়োজন সুষম খাদ্য; গ. নিরাপদ পানির অপর নাম জীবন; ঘ. প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ডাল; ঙ. জাঙ্ক ফুড বার্গার, চিপস্।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের	মন ভালো রাখে
খ. বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশে প্রয়োজন	নির্ভরযোগ্য নয়
গ. নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা	মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল
ঘ. ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্যই	ঘুম
ঙ. মানবজীবনের সংবেদনশীল পর্যায়	গলার স্বর মোটা হয়
	গলার স্বর সরু হওয়া
	বয়ঃসন্ধিকাল

প্রাথমিক বিজ্ঞান। বৃদ্ধি পরীক্ষার প্রশ্নের ধরনভিত্তিক অনুশীলন ৫৫৩

উত্তর ক. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের গলার স্বর মোটা হয়; খ. বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশে প্রয়োজন ঘুম; গ. নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা মন ভালো রাখে; ঘ. ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্যই নির্ভরযোগ্য নয়; ঙ. মানব জীবনের সংবেদনশীল পর্যায় বয়ঃসন্ধিকাল।

পঞ্চম অধ্যায়) পদার্থের গঠন

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা	মৌলিক পদার্থ।
খ. 'Atomos' অর্থ	যৌগিক পদার্থ।
গ. লোহার ক্ষুদ্রতম কণা	অণু।
ঘ. একই ধরনের পরমাণু	অবিভাজ্য।
ঙ. একাধিক রকমের পরমাণু	আয়রন অণু।
	আয়রন পরমাণু।
	অ্যাটম।

উত্তর ক. পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা অণু; খ. 'Atomos' অর্থ অবিভাজ্য; গ. লোহার ক্ষুদ্রতম কণা আয়রন পরমাণু; ঘ. একই ধরনের পরমাণু মৌলিক পদার্থ; ঙ. একাধিক রকমের পরমাণু যৌগিক পদার্থ।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. কঠিন পদার্থের অণুগুলোর	পানির বাষ্পীয় অবস্থা।
খ. নির্দিষ্ট আকার, আকৃতি ও আয়তন থাকে	বায়বীয় পদার্থের।
গ. মুক্ত ও স্বাধীন অণু	তরল পদার্থের।
ঘ. আবদ্ধ পাত্রের সবটুকু আয়তন দখল করে	আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল বেশি।
ঙ. তরল পদার্থ	কঠিন পদার্থের।
	আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল নেই বললেই চলে।
	স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হতে পারে।

উত্তর ক. কঠিন পদার্থের অণুগুলোর আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল বেশি; খ. নির্দিষ্ট আকার, আকৃতি ও আয়তন থাকে কঠিন পদার্থের; গ. মুক্ত ও স্বাধীন অণু বায়বীয় পদার্থের; ঘ. আবদ্ধ পাত্রের সবটুকু আয়তন দখল করে পানির বাষ্পীয় অবস্থা; ঙ. তরল পদার্থ স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হতে পারে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. মিশ্রণের উপাদানসমূহ	সমসত্ত্ব মিশ্রণ।
খ. দ্রবণ, পানি ও চিনির মিশ্রণ	ছাঁকনি ব্যবহার হয়।
গ. বালু ও লোহার মিশ্রণ	খাবার স্যালাইন।
ঘ. উপাদানগুলো সমানভাবে বিস্তৃত থাকে	পুনঃপ্রক্রিয়া করা।
ঙ. ধানের চিটা পৃথক করতে	অসমসত্ত্ব মিশ্রণ।
	নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।
	বাতাস ব্যবহৃত হয়।

৫৫৪. পাজেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

উত্তর ক. মিশ্রণের উপাদানসমূহ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে; খ. লবণ, পানি ও চিনির মিশ্রণ খাবার স্যালাইন; গ. বালু ও লোহার মিশ্রণ অসমসত্ত্ব মিশ্রণ; ঘ. উপাদানগুলো সমানভাবে বিস্তৃত থাকে সমসত্ত্ব মিশ্রণ; ঙ. ধানের চিটা পৃথক করতে বাতাস ব্যবহৃত হয়।

সেট-৪

বাম	ডান
ক. মাটির উর্বরতা হ্রাস	শাক, সবজি, আবর্জনা।
খ. বুনের লাইট ফ্যান বন্ধ করা	মাটি দূষণ।
গ. রিসাইকেলযোগ্য দ্রব্য	ব্যবহার কমানো।
ঘ. ফুসফুসের যক্ষ্মা	আবর্জনা কমানো।
ঙ. পুনরায় ব্যবহার	টিন, প্লাস্টিক, কাচ।
	বায়ুদূষণ।
	পুরনো জামা।

উত্তর ক. মাটির উর্বরতা হ্রাস মাটি দূষণ; খ. বুনের লাইট, ফ্যান বন্ধ করা ব্যবহার কমানো; গ. রিসাইকেলযোগ্য দ্রব্য টিন, প্লাস্টিক, কাচ; ঘ. ফুসফুসের যক্ষ্মা বায়ুদূষণ; ঙ. পুনরায় ব্যবহার পুরনো জামা।

ষষ্ঠ অধ্যায়) শক্তির রূপান্তর

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. কাজ করার সামর্থ্য	কলিংবেল।
খ. শক্তির প্রধান উৎস	আলো।
গ. সূর্য হতে পাওয়া শক্তি	শক্তি।
ঘ. ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি	তাপ।
ঙ. বৈদ্যুতিক শক্তি → শব্দ শক্তি	সূর্য।
	বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
	সৌরশক্তি।

উত্তর ক. কাজ করার সামর্থ্য শক্তি; খ. শক্তির প্রধান উৎস সূর্য; গ. সূর্য হতে পাওয়া শক্তি সৌরশক্তি; ঘ. ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়; ঙ. বৈদ্যুতিক শক্তি → শব্দ শক্তি কলিংবেল।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. টেলিভিশনে কথা, গান ও শব্দ শোনা	বৈদ্যুতিক পাখা।
খ. রান্নায় ব্যবহৃত শক্তি	টার্বাইন।
গ. সৌরশক্তি → বিদ্যুৎশক্তি রূপান্তর	তাপ শক্তি।
ঘ. রাসায়নিক শক্তির উৎস	আলোক শক্তি।
ঙ. বৈদ্যুতিক শক্তি → যান্ত্রিক শক্তি	শব্দ শক্তি।
	সৌরপ্যানেল।
	কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস।

উত্তর ক. টেলিভিশনে কথা, গান ও শব্দ শোনা শব্দ শক্তি; খ. রান্নায় ব্যবহৃত শক্তি তাপশক্তি; গ. সৌরশক্তি → বিদ্যুৎশক্তি রূপান্তর সৌরপ্যানেল; ঘ. রাসায়নিক শক্তির উৎস কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস; ঙ. বৈদ্যুতিক শক্তি → যান্ত্রিক শক্তি বৈদ্যুতিক পাখা।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. কঠিন পদার্থে তাপের সঞ্চার	বিকিরণ।
খ. তরল মাধ্যমে তাপ সঞ্চার	গরম হতে ঠাণ্ডা জায়গায়।
গ. মাধ্যম ছাড়া তাপ সঞ্চার পদ্ধতি	পদার্থ।
ঘ. তাপ সর্বদা সঞ্চারিত হয়	পরিচলন।
ঙ. তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া	পরিবহণ।
	তাপ।
	তাপ সঞ্চার।

উত্তর ক. কঠিন পদার্থে তাপের সঞ্চার পরিবহণ; খ. তরল মাধ্যমে তাপ সঞ্চার পরিচলন; গ. মাধ্যম ছাড়া তাপ সঞ্চার পদ্ধতি বিকিরণ; ঘ. তাপ সর্বদা সঞ্চারিত হয় গরম হতে ঠাণ্ডা জায়গায়; ঙ. তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া তাপ সঞ্চার।

(সেট ৪)

বাম	ডান
ক. শক্তির যথাযথ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার	পরিচলন পদ্ধতিতে।
খ. আলোর চলার পথ	পরিবহণ পদ্ধতিতে।
গ. সূর্য থেকে আলো আসে	আলো।
ঘ. শক্তির রূপ হলো	সরল।
ঙ. আলো সঞ্চারনের প্রধান বৈশিষ্ট্য	বিকিরণ পদ্ধতিতে।
	শক্তি সংরক্ষণ।
	সরলরেখায় চলা।

উত্তর ক. শক্তির যথাযথ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার শক্তি সংরক্ষণ; খ. আলোর চলার পথ সরল; গ. সূর্য থেকে আলো আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে; ঘ. শক্তির রূপ হলো আলো; ঙ. আলো সঞ্চারনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলরেখায় চলা।

সপ্তম অধ্যায়) বলের ধারণা

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বল প্রয়োগের মাধ্যম	যন্ত্রের মাধ্যমে বল প্রয়োগ।
খ. বস্তুর আকার ও আকৃতি পরিবর্তন	ঘর্ষণ বলে।
গ. বল প্রয়োগের জোরকে	টান ও ঠেলা।
ঘ. বল প্রয়োগের ফলে	বল প্রয়োগে।
ঙ. কাজ সহজ হয়	মাত্রা বলে।
	বস্তুর স্থান পরিবর্তিত হয়।
	ক্ষমতা বলে।

উত্তর ক. বল প্রয়োগের মাধ্যম টান ও ঠেলা; খ. বস্তুর আকার ও আকৃতি পরিবর্তন বল প্রয়োগে; গ. বল প্রয়োগের জোরকে মাত্রা বলে; ঘ. বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর স্থান পরিবর্তিত হয়; ঙ. কাজ সহজ হয় যন্ত্রের মাধ্যমে বল প্রয়োগ।



(সেট ২)

বাম	ডান
ক. পরিমাণ ও প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে	মাধ্যাকর্ষণ বল।
খ. বস্তুর হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ	ঘর্ষণ বল বেশি হয়।
গ. পৃষ্ঠ মসৃণ হলে	কাজ কঠিন হয়।
ঘ. পৃথিবীর আকর্ষণ বল হচ্ছে	বলের কার্যকারিতা।
ঙ. পৃষ্ঠ অমসৃণ হলে	ঘর্ষণ বল।
	ঘর্ষণ বল কম হয়।
	ইটতে পারি।

উত্তর ক. পরিমাণ ও প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে বলের কার্যকারিতা; খ. বস্তুর হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ ঘর্ষণ বল; গ. পৃষ্ঠ মসৃণ হলে ঘর্ষণ বল কম হয়; ঘ. পৃথিবীর আকর্ষণ বল হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বল; ঙ. পৃষ্ঠ অমসৃণ হলে ঘর্ষণ বল বেশি হয়।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. আমরা ইটতে পারি	অভিকর্ষণ বল।
খ. ছুরি, কাচি, কুড়াল	লিভারে।
গ. হুইল চেয়ারের র‍্যাম্প	ঘর্ষণ বলের জন্য।
ঘ. বেশি ভার তুলতে কম শক্তি লাগে	কপিকল।
ঙ. কূপ থেকে পানি তোলার দড়ি-চাকা	সরল যন্ত্র।
	হেলানো সমতল।
	ঘর্ষণ বল।

উত্তর ক. আমরা ইটতে পারি ঘর্ষণ বলের জন্য; খ. ছুরি, কাচি, কুড়াল সরল যন্ত্র; গ. হুইল চেয়ারের র‍্যাম্প হেলানো সমতল; ঘ. বেশি ভার তুলতে কম শক্তি লাগে লিভারে; ঙ. কূপ থেকে পানি তোলার দড়ি-চাকা কপিকল।

অষ্টম অধ্যায়) ভূমিরূপ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. সমুদ্র থেকে উঁচুতে অবস্থিত	ভূপৃষ্ঠ।
খ. বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মালভূমি	কৃষি কাজের জন্য উপযোগী।
গ. পৃথিবীর বাইরের কঠিন, শৃঙ্খল আবরণ	মালভূমি।
ঘ. সমতল সমভূমি	পাহাড় ও পর্বত।
ঙ. মালভূমির আশেপাশে	তিব্বতের মালভূমি।
	মরুভূমি।
	বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকে।

উত্তর ক. সমুদ্র থেকে উঁচুতে অবস্থিত পাহাড় ও পর্বত; খ. বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মালভূমি তিব্বতের মালভূমি; গ. পৃথিবীর বাইরের কঠিন, শৃঙ্খল আবরণ ভূপৃষ্ঠ; ঘ. সমতল সমভূমি কৃষি কাজের জন্য উপযোগী; ঙ. মালভূমির আশেপাশে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকে।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়	গরম লাভ।
খ. মেরু অঞ্চলে দেখা যায়	সুনামি।
গ. বন্যার সময় নদীতে	সাইক্লোন।
ঘ. সাগরের নিচে ভূমিকম্প	ভূমিকম্পের ফলে।
ঙ. ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে	হিমবাহ।
	অগ্ন্যুৎপাত ঘটে
	পলিমাটি জমে।
	২০২১ সালে।

উত্তর ক. নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয় ভূমিকম্পের ফলে; খ. মেরু অঞ্চলে দেখা যায় হিমবাহ; গ. বন্যার সময় নদীতে পলিমাটি জমে; ঘ. সাগরের নিচে ভূমিকম্প সুনামি; ঙ. ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ২০২১ সালে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ	ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি।
খ. বাংলাদেশের নদীর নাব্যতা হ্রাস	মেরু অঞ্চল।
গ. পাহাড় কাটার ফলে	পরিবেশ দূষণ।
ঘ. ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উত্তোলন	বাকল্যাব বাঁধ।
ঙ. সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে	ফারাক্কা বাঁধ।
	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।
	ভূমিরূপের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উত্তর ক. ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ পরিবেশ দূষণ; খ. বাংলাদেশের নদীর নাব্যতা হ্রাস ফারাক্কা বাঁধ; গ. পাহাড় কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়; ঘ. ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উত্তোলন ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি; ঙ. সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভূমিরূপের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

নবম অধ্যায়) পরিবেশ সংরক্ষণ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগে	বায়ু দূষিত হয়।
খ. শিল্পকারখানার উৎপন্ন তরল	মাটি দূষণ হয়।
গ. প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস	কীটনাশক প্রয়োগ।
ঘ. মাটি দূষণ রোধ	পানি দূষণ।
ঙ. ইট-ভাঁটার কালো ধোঁয়ায়	জৈব সার প্রয়োগ।
	মাছ।
	রাসায়নিক সার প্রয়োগ।

উত্তর ক. অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগে মাটি দূষণ হয়; খ. শিল্পকারখানার উৎপন্ন তরল পানি দূষণ; গ. প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস মাছ; ঘ. মাটি দূষণ রোধ জৈব সার প্রয়োগ; ঙ. ইট-ভাঁটার কালো ধোঁয়ায় বায়ু দূষিত হয়।



(সেট ২)

বাম	ডান
ক. পরিমাণ ও প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে	মাধ্যাকর্ষণ বল।
খ. বস্তুর হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ	ঘর্ষণ বল বেশি হয়।
গ. পৃষ্ঠ মসৃণ হলে	কাজ কঠিন হয়।
ঘ. পৃথিবীর আকর্ষণ বল হচ্ছে	বলের কার্যকারিতা।
ঙ. পৃষ্ঠ অমসৃণ হলে	ঘর্ষণ বল।
	ঘর্ষণ বল কম হয়।
	হাঁটতে পারি।

উত্তর ক. পরিমাণ ও প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে বলের কার্যকারিতা; খ. বস্তুর হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ ঘর্ষণ বল; গ. পৃষ্ঠ মসৃণ হলে ঘর্ষণ বল কম হয়; ঘ. পৃথিবীর আকর্ষণ বল হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বল; ঙ. পৃষ্ঠ অমসৃণ হলে ঘর্ষণ বল বেশি হয়।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. আমরা হাঁটতে পারি	অভিকর্ষণ বল।
খ. ছুরি, কাচি, কুড়াল	লিভারে।
গ. হুইল চেয়ারের র‍্যাম্প	ঘর্ষণ বলের জন্য।
ঘ. বেশি ভার তুলতে কম শক্তি লাগে	কপিকল।
ঙ. কূপ থেকে পানি তোলার দড়ি-চাকা	সরল যন্ত্র।
	হেলানো সমতল।
	ঘর্ষণ বল।

উত্তর ক. আমরা হাঁটতে পারি ঘর্ষণ বলের জন্য; খ. ছুরি, কাচি, কুড়াল সরল যন্ত্র; গ. হুইল চেয়ারের র‍্যাম্প হেলানো সমতল; ঘ. বেশি ভার তুলতে কম শক্তি লাগে লিভারে; ঙ. কূপ থেকে পানি তোলার দড়ি-চাকা কপিকল।

অষ্টম অধ্যায়) ভূমিরূপ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. সমুদ্র থেকে উঁচুতে অবস্থিত	ভূপৃষ্ঠ।
খ. বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মালভূমি	কৃষি কাজের জন্য উপযোগী।
গ. পৃথিবীর বাইরের কঠিন, শৃঙ্খল	আবরণ মালভূমি।
ঘ. সমতল সমভূমি	পাহাড় ও পর্বত।
ঙ. মালভূমির আশেপাশে	তীব্রতের মালভূমি।
	মরুভূমি।
	বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকে।

উত্তর ক. সমুদ্র থেকে উঁচুতে অবস্থিত পাহাড় ও পর্বত; খ. বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মালভূমি তিব্বতের মালভূমি; গ. পৃথিবীর বাইরের কঠিন, শৃঙ্খল আবরণ ভূপৃষ্ঠ; ঘ. সমতল সমভূমি কৃষি কাজের জন্য উপযোগী; ঙ. মালভূমির আশেপাশে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকে।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়	গরম লাভ।
খ. মেরু অঞ্চলে দেখা যায়	সুনামি।
গ. বন্যার সময় নদীতে	সাইক্লোন।
ঘ. সাগরের নিচে ভূমিকম্প	ভূমিকম্পের ফলে।
ঙ. ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে	হিমবাহ।
অগ্ন্যুৎপাত ঘটে	পলিমাটি জমে।
	২০২১ সালে।

উত্তর ক. নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয় ভূমিকম্পের ফলে; খ. মেরু অঞ্চলে দেখা যায় হিমবাহ; গ. বন্যার সময় নদীতে পলিমাটি জমে; ঘ. সাগরের নিচে ভূমিকম্প সুনামি; ঙ. ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ২০২১ সালে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ	ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি।
খ. বাংলাদেশের নদীর নাব্যতা হ্রাস	মেরু অঞ্চল।
গ. পাহাড় কাটার ফলে	পরিবেশ দূষণ।
ঘ. ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উত্তোলন	বাকল্যাভ বাঁধ।
ঙ. সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে	ফারাক্কা বাঁধ।
	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।
	ভূমিরূপের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উত্তর ক. ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ পরিবেশ দূষণ; খ. বাংলাদেশের নদীর নাব্যতা হ্রাস ফারাক্কা বাঁধ; গ. পাহাড় কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়; ঘ. ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উত্তোলন ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি; ঙ. সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভূমিরূপের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

নবম অধ্যায়) পরিবেশ সংরক্ষণ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগে	বায়ু দূষিত হয়।
খ. শিল্পকারখানার উৎপন্ন তরল	মাটি দূষণ হয়।
গ. প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস	কীটনাশক প্রয়োগ।
ঘ. মাটি দূষণ রোধ	পানি দূষণ।
ঙ. ইট-ভাঁটার কালো ধোঁয়ায়	জৈব সার প্রয়োগ।
	মাছ।
	রাসায়নিক সার প্রয়োগ।

উত্তর ক. অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগে মাটি দূষণ হয়; খ. শিল্পকারখানার উৎপন্ন তরল পানি দূষণ; গ. প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস মাছ; ঘ. মাটি দূষণ রোধ জৈব সার প্রয়োগ; ঙ. ইট-ভাঁটার কালো ধোঁয়ায় বায়ু দূষিত হয়।

৫৫৬ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. মাটি দূষণের ফলে	মাটি দূষণ রোধ।
খ. পরিবেশবান্ধব যানবাহন	জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার।
গ. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	চর্মরোগ ও টিটেনাস রোগ হয়।
ঘ. পরিবেশ দূষণের কারণ	বায়ুদূষণ রোধ।
ঙ. কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা	বাইসাইকেল
	বোধ ট্যাঙ্কি।
	পানি দূষণ রোধ।

উত্তর ক. মাটি দূষণের ফলে চর্মরোগ ও টিটেনাস রোগ হয়; খ. পরিবেশবান্ধব যানবাহন বাইসাইকেল; গ. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন পানি দূষণ রোধ; ঘ. পরিবেশ দূষণের কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার; ঙ. কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা মাটি দূষণ রোধ।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. বায়ু দূষণ কমায়	মানুষ।
খ. শিল্পকারখানার পানি পরিশোধন	মাটি দূষণ।
গ. পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ	পানি দূষণ।
ঘ. ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়	ইটিপি প্লাস্ট।
ঙ. পলিথিনের পুনর্ব্যবহার	সামাজিক বনায়ন।
	ট্রিটমেন্ট প্লাস্ট।
	পরিবেশ সংরক্ষণ।

উত্তর ক. বায়ু দূষণ কমায় সামাজিক বনায়ন; খ. শিল্পকারখানার পানি পরিশোধন ট্রিটমেন্ট প্লাস্ট; গ. পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ মানুষ; ঘ. উৎপাদন হ্রাস পায় মাটি দূষণ; ঙ. পলিথিনের পুনর্ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণ।

দশম অধ্যায়) পৃথিবীর গতি

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. পৃথিবীর কেন্দ্রের কাল্পনিক সরলরেখা	পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে।
খ. পৃথিবীকে আলো দেয়	চাঁদ।
গ. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসা	অক্ষরেখা।
ঘ. দিন-রাত সংঘটিত হয়	বার্ষিক গতি।
ঙ. বাংলাদেশ অবস্থিত	আফ্রিক গতি।
	পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে।
	সূর্য।

উত্তর ক. পৃথিবীর কেন্দ্রের কাল্পনিক সরলরেখা অক্ষ রেখা; খ. পৃথিবীকে আলো দেয় সূর্য; গ. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসা বার্ষিক গতি; ঘ. দিন-রাত সংঘটিত হয় আফ্রিক গতি। ঙ. বাংলাদেশ অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. বাতাস শুষ্ক থাকে	তির্যকভাবে কিরণ দেয়।
খ. বাংলাদেশ	গ্রীষ্মকালে।
গ. গ্রীষ্মকালে সূর্য	শীতকালে।
ঘ. নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস	পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে।
ঙ. শীতকালে সূর্য	খাড়াভাবে কিরণ দেয়।
	ষড় ঋতুর দেশ।
	বসন্তকালে।

উত্তর ক. বাতাস শুষ্ক থাকে গ্রীষ্মকাল; খ. বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ; গ. গ্রীষ্মকালে সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয়; ঘ. নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারী শীতকাল; ঙ. শীতকালে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয়।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. পৃথিবীর নিজস্ব গতি বা ঘূর্ণন	দক্ষিণ অঞ্চলে।
খ. পৃথিবীর নিজ অক্ষে সময় লাগে	শীতকালে।
গ. সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয়	গ্রীষ্মকালে।
ঘ. রাত ছোট ও দিন বড় হয়	২৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ৮ সেকেন্ড।
ঙ. বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়	আফ্রিক গতি।
	২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড।
	নভেম্বর-জানুয়ারি মাসে।

উত্তর ক. পৃথিবীর নিজস্ব গতি বা ঘূর্ণন আফ্রিক গতি; খ. পৃথিবীর নিজ অক্ষে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড; গ. সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয় নভেম্বর-জানুয়ারি মাসে; ঘ. রাত ছোট ও দিন বড় হয় গ্রীষ্মকালে; ঙ. বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় দক্ষিণ অঞ্চলে।

(সেট ৪)

বাম	ডান
ক. আষাঢ়-শ্রাবণ	শুষ্ক।
খ. পৌষ-মাঘ	গ্রীষ্মকাল।
গ. শীতকালে আরামদায়ক পোশাক	উলের কাপড়।
ঘ. সর্বদা নিজ অক্ষে পৃথিবী	বর্ষাকাল।
ঙ. শীতকালে বাতাস	সুতি কাপড়।
	শীতকাল।
	ঘূর্ণায়মান।

উত্তর ক. আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল; খ. পৌষ-মাঘ শীতকাল; গ. শীতকালে আরামদায়ক পোশাক উলের কাপড়; ঘ. পৃথিবী সর্বদা নিজ অক্ষে ঘূর্ণায়মান; ঙ. শীতকালে বাতাস শুষ্ক।

একাদশ অধ্যায়) জলবায়ু পরিবর্তন

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বায়ুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা	দ্রুত পরিবর্তনশীল।
খ. তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র	বাংলাদেশের উত্তরে।
গ. বজ্রোপসাগরের অবস্থান	ধীরগতির প্রক্রিয়া।
ঘ. জলবায়ুর পরিবর্তন	আবহাওয়ার উপাদান।
ঙ. আবহাওয়া	থার্মোমিটার।
	বাংলাদেশের দক্ষিণে।
	হয় না।

উত্তর ক. বায়ুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আবহাওয়ার উপাদান; খ. তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র থার্মোমিটার; গ. বজ্রোপসাগরের অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিণে; ঘ. জলবায়ুর পরিবর্তন ধীরগতির প্রক্রিয়া; ঙ. আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. গ্রীষ্মকালে বায়ু	বাতাসের আর্দ্রতা।
খ. জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যত বেশি	দ্রুত ঠাণ্ডা হয়।
গ. নিরক্ষরেখা হতে স্থানের দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে	দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়।
ঘ. বেলে মাটি	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তত বেশি।
ঙ. কালবৈশাখী ঝড়	তাপমাত্রা হ্রাস পায়।
	২০ কি.মি. এলাকায় সীমান্থ থাকে।
	উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়।

উত্তর ক. গ্রীষ্মকালে বায়ু দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়; খ. জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যত বেশি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তত বেশি; গ. নিরক্ষরেখা হতে স্থানের দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়; ঘ. বেলে মাটি দ্রুত ঠাণ্ডা হয়; ঙ. কালবৈশাখী ঝড় ২০ কি.মি. এলাকায় সীমান্থ থাকে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি	আর্দ্র বায়ু।
খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ থেকে সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুকে বলে	বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।
গ. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ	শুষ্ক বায়ু।
ঘ. শক্তিশালী ঘূর্ণায়মান বায়ু প্রবাহ	গ্রিনহাউস গ্যাস।
ঙ. তাপ আটকে রেখে সবুজ উদ্ভিদ জন্মানো হয়	টর্নেডো।
	ঘূর্ণিঝড়।
	গ্রিনহাউসে।

উত্তর ক. পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন; খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ থেকে সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুকে

(সেট ৪)

বাম	ডান
ক. পৌষ-মাঘ মাসে	শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে।
খ. অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়	ঘূর্ণিঝড়।
গ. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ	খনিজ জ্বালানি ব্যবহার।
ঘ. গ্রিনহাউজ গ্যাস	শৈত্য প্রবাহ ঘটে।
ঙ. বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়	স্বাসকষ্ট হয়।
	কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয়বাষ্প
	অক্সিজেন, হাইড্রোজেন।

উত্তর ক. পৌষ-মাঘ মাসে শৈত্য প্রবাহ ঘটে; খ. অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় স্বাসকষ্ট হয়; গ. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ ঘূর্ণিঝড়; ঘ. গ্রিনহাউজ গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয়বাষ্প; ঙ. বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে।

দ্বাদশ অধ্যায়) আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে	রোবট।
খ. চিকিৎসা প্রযুক্তি	ড্রোন।
গ. ফসল মার্ভাই যন্ত্র	চিকিৎসা প্রযুক্তির।
ঘ. স্বয়ংক্রিয় কাজ করে	যোগাযোগে।
ঙ. মান্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	প্যাডেল খেলার।
	স্টেথোস্কোপ।
	শিক্ষা প্রযুক্তি।

উত্তর ক. প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে যোগাযোগে; খ. চিকিৎসা প্রযুক্তি স্টেথোস্কোপ; গ. ফসল মার্ভাই যন্ত্র প্যাডেল খেলার; ঘ. স্বয়ংক্রিয় কাজ করে রোবট; ঙ. মান্টিমিডিয়া প্রজেক্টর শিক্ষা প্রযুক্তি।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার	মোবাইল ফোন।
খ. স্বয়ংক্রিয় কাজ সম্পাদন প্রক্রিয়া	ভার্চুয়াল রিয়েলিটি।
গ. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি	অটোমেশন।
ঘ. সফটওয়্যার হলো	দূরের সকল খেলা
ঙ. মাটি বিশ্লেষণে ব্যবহার	মোবাইল, ইমেইল
	প্রোগ্রাম।
	ড্রোন প্রযুক্তি।

উত্তর ক. স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার দূরের সকল খেলা; খ. স্বয়ংক্রিয় কাজ সম্পাদন প্রক্রিয়া অটোমেশন; গ. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মোবাইল, ইমেইল; ঘ. সফটওয়্যার হলো প্রোগ্রাম; ঙ. মাটি বিশ্লেষণে ব্যবহার ড্রোন প্রযুক্তি।

৫৫৮ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়) সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. জীবনকে সহজ করে	বি আর ৩৩।
খ. কোডকে যৌক্তিকভাবে সাজানোর প্রক্রিয়া	প্রযুক্তি।
গ. বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ	বি আর ৩০।
ঘ. জিন প্রযুক্তি	প্রযুক্তি।
ঙ. মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ।	প্রোগ্রামিং।
	ইরি ধান।
	দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

উত্তর ক. জীবনকে সহজ করে প্রযুক্তি; খ. কোডকে যৌক্তিকভাবে সাজানোর প্রক্রিয়া প্রোগ্রামিং; গ. বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রযুক্তি; ঘ. জিন প্রযুক্তি বি আর ৩৩; ঙ. মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. জাতীয় সেবা কল সেন্টার	১৬১৩৫।
খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হেল্পলাইন	১২৩।

বাম	ডান
গ. কৃষি কল সেন্টার	৩৩৩।
ঘ. প্রবাসীদের কল সেন্টার	১৬১০৮।
ঙ. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে	১৬১২৩।
	১০৯।
	১০৯২২।

উত্তর ক. জাতীয় সেবা কল সেন্টার ৩৩৩; খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হেল্পলাইন ১৬১০৮; গ. কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩; ঘ. প্রবাসীদের কল সেন্টার ১৬১০৫; ঙ. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯।

সেট-৩

বাম	ডান
ক. উন্নত জাতের ধান	স্যাটেলাইট ক্যামেরা।
খ. গুগল ম্যাপ	সমৃদ্ধ সম্পদ রক্ষায়।
গ. অপরাধ তদন্তে ব্যবহার	বি আর ৩৩।
ঘ. সরল প্রযুক্তি	মেট্রো ইঞ্জিন।
ঙ. প্রযুক্তির প্রয়োজন	মোবাইল ফোন।
	চাকা।
	সম্পদ আহরণে।

উত্তর ক. উন্নত জাতের ধান বি আর ৩৩; খ. গুগল ম্যাপ মোবাইল ফোন; গ. অপরাধ তদন্তে ব্যবহার স্যাটেলাইট ক্যামেরা; ঘ. সরল প্রযুক্তি চাকা; ঙ. প্রযুক্তির প্রয়োজন সম্পদ আহরণে।



সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— অধ্যায় ১: সেট-১: খ, গ; সেট-২: ঘ, ঙ; সেট-৩: খ, ঘ; সেট-৪: গ, ঙ। অধ্যায় ২: সেট-১: ক, গ, ঙ; সেট-২: ক, খ, ঘ; সেট-৩: ক, গ; সেট-৪: খ, ঘ, ঙ। অধ্যায় ৩: সেট-১: ক, খ, গ, ঙ; সেট-২: ঘ; সেট-৩: খ, গ; সেট-৪: ক, ঘ। অধ্যায় ৪: সেট-১: ক, গ; সেট-২: ক, খ, ঘ, ঙ; সেট-৩: ক, খ। অধ্যায় ৫: সেট-১: ক, ঘ, ঙ; সেট-২: ক, খ, গ, ঘ; সেট-৩: খ, গ, ঘ; সেট-৪: ক, গ, ঘ। অধ্যায় ৬: সেট-১: ক, ঘ, ঙ; সেট-২: খ, গ, ঘ, ঙ; সেট-৩: ক, খ, গ, ঘ; সেট-৪: খ, গ। অধ্যায় ৭: সেট-১: ক, খ, গ; সেট-২: খ, গ, ঘ; সেট-৩: ক, ঘ, ঙ। অধ্যায় ৮: সেট-১: খ, গ; সেট-২: ক, ঘ; সেট-৩: খ, গ। অধ্যায় ৯: সেট-১: ক, গ, ঘ; সেট-২: ক, খ। অধ্যায় ১০: সেট-১: গ, ঙ; সেট-২: গ; সেট-৩: ক, খ; সেট-৪: ঘ। অধ্যায় ১১: সেট-১: খ; সেট-২: খ, গ; সেট-৩: ক, গ; সেট-৪: খ। অধ্যায় ১২: সেট-১: ক, খ, ঘ; সেট-২: ক, খ। অধ্যায় ১৩: সেট-১: ঙ; সেট-২: ক; সেট-৩: ক, গ।



নিজেকে যাচাই করি: মিলকরণ



বৃত্তি পরীক্ষার সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ২-এ এতমাত্র প্রযুক্তি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ ডান-বাম মিলকরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

বাম	ডান
ক. ক্যাকটাস ও গুল্ম	জৈব সার প্রয়োগ।
খ. ভিটামিন ও খনিজ লবণ	মৃত পরিবর্তনশীল।
গ. একাধিক রকমের পরমাণু	মরুভূমির উদ্ভিদ।
ঘ. মাটি দূষণ রোধ	যেবু উদ্ভিদ।
ঙ. আবহাওয়া	যৌগিক পদার্থ।
	শাকসবজি ও ফলমূল।
	সুন্দরবন।

সেট ২ ডান-বাম মিলকরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

বাম	ডান
ক. মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ	প্রথম স্তরের খাদ্যক।
খ. শরীরে পানি ও খাদ্য সঞ্চয় করে	দ্বিতীয় স্তরের খাদ্যক।
গ. উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ	ড্রোন প্রযুক্তি।
ঘ. নিরাপদ পানির অপর নাম	দূরবীক্ষণ যন্ত্র।
ঙ. মাটি বিশ্লেষণে ব্যবহার	জীবন।
	উৎপাদক।
	মরুজ পরিবেশের উদ্ভিদ।

সেট ৩ জন-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকলগুলোর উত্তর দিতে হবে) $1 \times 5 = 5$

বাম	ডান
ক. মাছ মাংস সংরক্ষণ	কিউরিং।
খ. লবণ, পানি ও চিনির মিশ্রণ	সমসত্ত্ব মিশ্রণ।
গ. বালু ও লোহার মিশ্রণ	ক্রিজ।
ঘ. পৃথিবীর আকর্ষণ বল হচ্ছে	খাবার স্যালাইন।
ঙ. কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা	মাধ্যাকর্ষণ বল।
	অসমসত্ত্ব মিশ্রণ।
	মাটি দূষণ রোধ।

সেট ৪ জন-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকলগুলোর উত্তর দিতে হবে) $1 \times 5 = 5$

বাম	ডান
ক. উদ্ভিদের পরাগায়ন	বেলা সাড়ে ১২টা থেকে ১টা।
খ. অধিকাংশ তৃতীয় স্তরের খাদক	প্রাণীর উপর নির্ভরশীল।
গ. দুপুরের খাবার গ্রহণের সঠিক সময়	ঘর্ষণ বল কম হয়।

বাম	ডান
ঘ. ফুসফুসের যন্ত্রা	ইটিপি প্র্যান্ট।
ঙ. পৃষ্ঠ মসৃণ হলে	মাংসভোজী।
	বায়ু দূষণ।
	পানি দূষণ।

সেট ৫ জন-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকলগুলোর উত্তর দিতে হবে) $1 \times 5 = 5$

বাম	ডান
ক. খাবার হজমে সময় লাগে	সহজপাচ্য খাবার।
খ. বিভিন্ন ধরনের মশলা	মানুষ।
গ. রাতে খাওয়া ভালো	৩-৪ ঘণ্টা।
ঘ. সূর্য থেকে আলো আসে	রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ।
ঙ. পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ	পরিচলন পদ্ধতিতে।
	সামুদ্রিক শৈবাল।
	বিকিরণ পদ্ধতিতে।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

- সেট ১:** ক. ক্যাকটাস ও গুল্ম মরুভূমির উদ্ভিদ। খ. ভিটামিন ও খনিজ লবণ শাকসবজি ও ফলমূল। গ. একাধিক রকমের পরমাণু যৌগিক পদার্থ। ঘ. মাটি দূষণ রোধ জৈব সার প্রয়োগ। ঙ. আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল।
- সেট ২:** ক. মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র। খ. শরীরে পানি ও খাদ্য সঞ্চার করে মরুজ পরিবেশের উদ্ভিদ। গ. উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ প্রথম স্তরের খাদক। ঘ. নিরাপদ পানির অপর নাম জীবন। ঙ. মাটি বিশ্লেষণে ব্যবহার জ্বালান প্রযুক্তি।
- সেট ৩:** ক. মাছ মাংস সংরক্ষণ ক্রিজ। খ. লবণ, পানি ও চিনির মিশ্রণ খাবার স্যালাইন। গ. বালু ও লোহার মিশ্রণ অসমসত্ত্ব মিশ্রণ। ঘ. পৃথিবীর আকর্ষণ বল হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বল। ঙ. কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা মাটি দূষণ রোধ।
- সেট ৪:** ক. উদ্ভিদের পরাগায়ন প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। খ. অধিকাংশ তৃতীয় স্তরের খাদক মাংসভোজী। গ. দুপুরের খাবার গ্রহণের সঠিক সময় বেলা সাড়ে ১২:৩০ থেকে ১টা। ঘ. ফুসফুসের যন্ত্রা বায়ু দূষণ। ঙ. পৃষ্ঠ মসৃণ হলে ঘর্ষণ বল কম হয়।
- সেট ৫:** ক. খাবার হজমে সময় লাগে ৩-৪ ঘণ্টা। খ. বিভিন্ন ধরনের মশলা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ। গ. রাতে খাওয়া ভালো সহজপাচ্য খাবার। ঘ. সূর্য থেকে আলো আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে। ঙ. পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ মানুষ।

প্রশ্নের
ধরন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

(৮টি প্রশ্ন থাকবে; সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)

২×৮ = ১৬

প্রথম অধ্যায় জীবের আবাসস্থল

প্রশ্ন-১ মরুজ আবাসস্থল কী? এই আবাসস্থলের দুইটি উদ্ভিদের উদাহরণ দাও। (জ্ঞান)

উত্তর: উচ্চ তাপমাত্রা, অত্যন্ত কম বৃষ্টিপাত এবং শুষ্ক আবহাওয়ার স্থলজ পরিবেশকে মরুজ আবাসস্থল বলে। এই আবাসস্থলের দুইটি উদ্ভিদের উদাহরণ: ক্যাকটাস ও খেজুর।

প্রশ্ন-২ সামুদ্রিক আবাসস্থল কী? এই আবাসস্থলের দুইটি প্রাণীর উদাহরণ দাও। (জ্ঞান)

উত্তর: পৃথিবীর নোশা পানির বিশাল জলরাশি বা সমুদ্রের পরিবেশকে সামুদ্রিক আবাসস্থল বলে। এই আবাসস্থলের দুইটি প্রাণী হলো তিমি ও ডলফিন।

প্রশ্ন-৩ চারটি স্থলজ উদ্ভিদের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: চারটি স্থলজ উদ্ভিদ হলো-

i. আম; ii. কাঁঠাল; iii. নারিকেল; iv. নিম।

প্রশ্ন-৪ বনজ আবাসস্থল বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

উত্তর: পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এসকল স্থানে তখন বনের সৃষ্টি হয়, যা বনজ আবাসস্থল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সুন্দরবন, শালবল হলো বনজ আবাসস্থলের উদাহরণ।

প্রশ্ন-৫ ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: ব্যাঙ তার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে মাটি ও পানি উভয় স্থানেই বসবাস করে। শিশু অবস্থায় ব্যাঙটি হিসেবে এরা পানিতে থাকে। বড় হয়ে মাটি ও পানি উভয়স্থানে বসবাস করে বলে এদেরকে উভচর প্রাণী বলে।

প্রশ্ন-৬ স্থলজ পরিবেশে বসবাসকারী উদ্ভিদ খেজুর, ফণীমনসা, শণ ও নলখাগড়া এর মধ্যে কোনটি কোন পরিবেশে অভিযোজিত হয়? (প্রয়োগ)

উত্তর: মরুজ পরিবেশ: খেজুর ও ফণীমনসা

তৃণভূমি পরিবেশ: শণ ও নলখাগড়া।